গৌরগণোদ্দেশদীপিকা

শ্রীশ্রীগৌরগতপ্রাণ
শ্রীশিবানন্দসেনাত্মজ
মহাকবি শ্রীকর্ণপূর
প্রণীতা

Acc. No. 408
Coll No. ~~28~~ 296.57 KGO
Date 19.5.92
B. G. M.

৺রামনারায়ণবিদ্যারত্নেন
অনুদিতা

সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার
৩৮, বিধান সরণী, কলিকাতা ৭০০ ০০৬

Acc 546

294.563
কর্ণপূ.

প্রকাশক ঃ
শ্রীশ্যামাপদ ভট্টাচার্য
সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার
৩৮, বিধান সরণী
কলিকাতা-৬

চতুর্থ সংস্করণ, আশ্বিন, ১৩২৯ (মুর্শিদাবাদ)
পুনঃ প্রকাশ, শ্রাবণ, ১৩৯৪

মূল্য ঃ ৮·০০

GAUDIYA MISSION GRAN
ACC No. 546
Coll No.
Date

মুদ্রাকর ঃ
শ্রীকালীপদ পাল
নিউ বিশ্বনাথ প্রেস
২৮/২-এ বিধান সরণী,
কলিকাতা-৬

গৌরগণোদ্দেশদীপিকা

শ্রীশ্রীগৌরগতপ্রাণ
শ্রীশিবানন্দসেনাত্মজ-
মহাকবি শ্রীকর্ণপূর
প্রণীতা।

৺রামনারায়ণবিদ্যারত্নেন
অনুদিতা।

শ্রীরামদেবমিশ্রকর্তৃকং
চতুর্থং সংস্করণং
প্রকাশিতং।

মুর্শিদাবাদ
বহরমপুর,—রাধারমণযন্ত্রে
প্রিণ্টার, শ্রীব্রজনাথ মিশ্র দ্বারা
মুদ্রিতা।

১৩২৯, আশ্বিনে।

সংক্ষিপ্ত পরিচয়

এই গ্রন্থ মহাকবি কর্ণপূরের প্রণীত। পূর্ব্ববঙ্গ রেলওয়ের ধারে কাঁড়াপাড়া (কাঞ্চনপল্লীগ্রামে) শিবানন্দসেনের ঔরসে ১৪৪৬ শকাব্দে তিন পুত্র হয়। জ্যেষ্ঠ চৈতন্যদাস, মধ্যম রামদাস ও কনিষ্ঠ পরমানন্দদাস। কনিষ্ঠের নামান্তর পুরীদাস। জগন্নাথপুরীতে মহাপ্রভুর বরে শিবানন্দের এই শেষ পুত্র হওয়ায় "পুরীদাস" এইনাম হয়। সপ্তমবর্ষ বয়সে মহাপ্রভুর পাদাঙ্গুষ্ঠ চুষিয়া এক মনোহর শ্লোক রচনা করায় মহাপ্রভু "কবিকর্ণপূর" নাম রাখেন। কর্ণপূর একজন ক্ষণজন্মা পুরুষ ও মহাকবি, ইঁহার রচনা অতীব মনোহারিণী। ইনি মহাপ্রভুর অত্যন্ত কৃপামাত্র। শিবানন্দের সমস্ত গোষ্ঠীকে মহাপ্রভু নিজের বলিয়া জানিতেন। কর্ণপূরও মহাপ্রভুকে "কুলাধিদৈবত" বলিয়া প্রণাম করিয়াছিলেন। কবিকর্ণপূরের গুরু শ্রীনাথবিপ্র, কুমারহট্টে ঐ বিপ্রের স্থাপিত কৃষ্ণদেববিগ্রহ এখনও বর্ত্তমান আছেন। কর্ণপূর মহাপ্রভুর নিকট শ্রীক্ষেত্রে প্রথমে "কৃষ্ণনাম" মহামন্ত্র প্রাপ্ত হইলেও সমাজিকরীতিতে এই শ্রীনাথের নিকটেই শেষে দীক্ষিত হন। চৈতন্যচরিতামৃতমহাকাব্য আনন্দবৃন্দাবনচম্পূ, অলঙ্কারকৌস্তুভ, চৈতন্যচন্দ্রোদয়নাটক (১৪৯৪ শাকে) গৌরগণোদ্দেশদীপিকা, (১৪৯৮ শাকে) বৃহদ্গণোদ্দেশদীপিকা আর্য্যশতক, শ্রীভাগবত দশমের টীকা, শ্রীচৈতন্যসহস্রনাম, কেশবাষ্টক। এই দশখানি গ্রন্থ কর্ণপূরের প্রণীত বলিয়া প্রসিদ্ধ আছে। অলং বাহুল্যেন।

Acc. No. 408
Coll No. 294.57 Kr(o)
Date 19.5.92
B. G. M.

শ্রীশ্রীগৌরহরির্জয়তি।

গৌরগণোদ্দেশদীপিকা।

শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্রায় নমঃ ॥

যঃ শ্রীবৃন্দাবনভুবি পুরা সচ্চিদানন্দসান্দ্রো
গৌরাঙ্গীভি সদৃশরুচিভিঃ শ্যামধামা ননর্ত্ত।
তাসাং শশ্বর্দ্দৃঢ়তরপরীরম্ভসম্ভোদতঃ কিং
গৌরাঙ্গঃ সন্ জয়তি স নবদ্বীপমালম্বমানঃ ॥ ১ ॥
নমস্যামোহসৈব প্রিয়পরিজানান্ বৎসলহৃদঃ
প্রভোরদ্বৈতাদীনপি জগদঘৌঘক্ষয়কৃতঃ।
সমানপ্রেমাণঃ সমগুণগণাস্তুল্যকরুণাঃ
স্বরূপাদ্যা যেঽমী সরসমধুরাস্তানপি নুমঃ ॥ ২ ॥
গুরুং নঃ শ্রীনাথাভিধমবনিদেবান্বয়বিধুং
নুমো ভূষারত্নং ভুব ইব বিভোরস্য দয়িতং।
যদাস্যাদুন্মীলন্নিরবকবৃন্দাবনরহঃ-

যে শ্যামাঙ্গ ও নিবিড় সচ্চিদানন্দময় হরি পূর্ব্বে বৃন্দাবনভূমিতে পরস্পরতুল্য কান্তিমতী গৌরাঙ্গীদিগের সহিত নৃত্য করিয়াছিলেন, তিনিই কি তাঁহাদের অবিরত গাঢ় আলিঙ্গনভেদে গৌরাঙ্গ হইয়া নবদ্বীপে বিরাজ করিতেছেন ? ॥ ১ ॥

এই প্রভুর প্রিয়পরিজন, যাঁহারা জগতের পাপসমূহ নাশকারী ও দয়াপরিপূর্ণ, সেই অদ্বৈত প্রভৃতিকে আমি নমস্কার করি এবং শ্রীঅদ্বৈতাদির সহিত যাঁহাদের সমান প্রেম, সমান গুণ, সমান দয়া তথা যাঁহার সরস ও মধুর সেই স্বরূপাদি যে সকল মহাত্মা আছেন, তাঁহাদিগকেও নমস্কার করি ॥ ২ ॥

এই গৌরাঙ্গদেবের প্রিয়, ব্রাহ্মণবংশের চন্দ্র ও জগতের অলঙ্কার-রত্নস্বরূপ, সেই শ্রীনাথ নামক গুরুদেবকে নমস্কার করি, যাঁহার বদন-বিনিঃসৃত শ্রীকৃষ্ণের

কথাস্বাদং লব্ধ্বা জগতি ন জনঃ কোঽপি রমতে ॥ ৩ ॥
পিতরং শ্রীশিবানন্দং সেনবংশপ্রদীপকং ।
বন্দেঽহং পরায়া ভক্ত্যা পার্ষদাগ্র্যং মহাপ্রভোঃ ॥ ৪ ॥
যে বিখ্যাতাঃ পরীবারাঃ শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভোঃ ।
নিত্যানন্দাদ্বৈতয়োশ্চ তেষামপি মহীয়সাং ।
গোপালানাঞ্চ পূর্ব্বাণি নামানি যানি কানিচিৎ ।
স্বস্বগ্রন্থে স্বরূপাদ্যৈর্দশিতান্যাদিসূরিভিঃ ।
বিলোক্যান্যানি সাধূনাং মথুরৌড্রনিবারিনাং ।
গৌড়ীয়ানামপি মুখান্নিশম্য স্বমনীষয়া ।
বিবিচ্যাম্রেড়িতঃ কৈশ্চিৎ কৈশ্চিত্তানি লিখ্যাম্যহং ।
নাম্না শ্রীপরমানন্দদাসঃ সেবিতশাসনঃ ॥ ৫ ॥
যদ্বৎ পুরা কৃষ্ণচন্দ্রঃ পঞ্চতত্ত্বাত্মকোঽপি সন্ ।
যাতঃ প্রকটতাং তদ্বদ্গৌরঃ প্রকটতামিয়াৎ ॥ ৬ ॥
স্বাভিন্নেন যুতঃ তত্ত্বং পঞ্চতত্ত্বমিহোচ্যতে ।
অন্যথা তদসাত্তত্ত্বং স্যাচ্চতুষ্টয়ং ॥ ৭ ॥

মধুর বৃন্দাবনের নির্জ্জনকেলি-কথাস্বাদ লাভ করিয়া জগতে কোন্ ব্যক্তি না আনন্দিত হইয়া থাকেন ? ॥ ৩ ॥

যিনি মহাপ্রভুর পার্ষদগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, তিনি, আমার পিতা সেনবংশ-প্রদীপ শ্রীশিবানন্দসেনকে পরম ভক্তিসহকার বন্দনা করি ॥ ৪ ॥

শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু, নিত্যানন্দ ও অদ্বৈতের যে সকল বিখ্যাত পরিবার তাঁহাদের এবং মহানুভব গোপবংশীয়দিগের যে সকল নাম, তাহা আদি পণ্ডিত স্বরূপ প্রভৃতি মহাত্মগণ স্ব স্ব গ্রন্থে প্রকাশ করিয়াছেন, সেই সকল অবলোকন তথা উড়িয়্যাদেশীয় ও গৌড়ীয় সাধু মহাত্মাদিগের মুখে শ্রবণ করিয়া সুবুদ্ধি দ্বারা বিবেচনা পূর্ব্বক মহানুভব কতিপয় সাধু ব্যক্তির বারম্বার অনুরোধক্রমে শ্রীপরমানন্দদাস নামক আমি এই সংগ্রহ লিখিতেছি ॥ ৫ ॥

পূর্ব্বকালে শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র পঞ্চতত্ত্বস্বরূপ হইয়া যেরূপে প্রকটিত হইয়াছিলেন শ্রীগৌরচন্দ্রও সেইরূপে প্রকটিত হইয়াছেন ॥ ৬ ॥

শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং একতত্ত্ব হওয়াতে পঞ্চতত্ত্ব বলা হইয়াছে, নতুবা পঞ্চতত্ত্বের অসম্ভব বশতঃ তত্ত্বের চতুষ্টয়তাপত্তি হয় ॥ ৭ ॥

তদ্ভিন্নং যত্তদেবাত্র তদভিন্নং বিভাব্যতাং।
যতঃ স্বয়েচ্ছয়া শক্ত্যা কৃষ্ণস্তাদৃশতাং গতঃ ॥ ৮ ॥
অতঃ স্বরূপচরণৈরুক্তং তত্ত্বনিরূপণে।
উপাধিভেদাৎ পঞ্চত্বং তত্ত্বস্যেহ প্রদর্শ্যতে ॥ ৯ ॥
“পঞ্চতত্ত্বাত্মকং কৃষ্ণং ভক্তরূপস্বরূপকং।
ভক্তাবতারং ভক্তাখ্যং নমামি ভক্তাশক্তিকং” ॥ ১০ ॥
অস্যার্থো বিবৃতৈস্তৈর্যঃ স সংক্ষিপ্য বিলিখ্যতে।
ভক্তরূপো গৌরচন্দ্রো যতোঽসৌ নন্দনন্দনঃ।
ভক্তস্বরূপো নিত্যানন্দো ব্রজে যঃ শ্রীহলায়ুধঃ।
ভক্তাবতার আচার্যোঽদ্বৈতো যঃ শ্রীসদাশিবঃ।
ভক্তাখ্যাঃ শ্রীনিবাসাদ্যা যতস্তে ভক্তরূপিণঃ।
ভক্তশক্তির্দ্বিজাগ্রণ্যঃ শ্রীগদাধরপণ্ডিতঃ ॥ ১১ ॥

শ্রীকৃষ্ণ হইতে যাহা ভিন্ন, এ স্থলে তাহাই শ্রীকৃষ্ণ হইতে অভিন্ন বিবেচনা করিতে হইবে, যেহেতু শ্রীকৃষ্ণ স্বীয় ইচ্ছাশক্তনুসারে তাদৃশত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন ॥ ৮ ॥

অতএব স্বরূপগোস্বামী প্রভৃতি তত্ত্বনিরূপণে উপাধিভেদে যে তত্ত্বের পঞ্চত্ব কহিয়াছেন, এস্থলে সেই পঞ্চতত্ত্ব প্রদর্শিত হইতেছে ॥ ৯ ॥

যিনি প্রথম স্বয়ং ভক্তরূপ, দ্বিতীয় ভক্তস্বরূপ অর্থাৎ নিত্যানন্দরূপ, তৃতীয় ভক্তাবতাররূপ অর্থাৎ অদ্বৈতাচার্য্যরূপ, চতুর্থ ভক্তাখ্য অর্থাৎ ভক্তনামক শ্রীবাসাদিরূপ এবং পঞ্চম ভক্তশক্তিক অর্থাৎ গদাধরাদিরূপ এই পঞ্চতত্ত্ব স্বরূপ হইয়াছেন, সেই শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যকে নমস্কার করি ॥ ১০ ॥

ঐ মহাত্মারা এই পঞ্চতত্ত্বের যে অর্থ বিস্তার করিয়াছেন, আমি তাহা সঙ্ক্ষেপে লিখিতেছি। যথা—যিনি নন্দনন্দন, তিনিই ভক্তরূপে গৌরচন্দ্র, যিনি বৃন্দাবনে হলধর, তিনিই ভক্তরূপে নিত্যানন্দ, ষিনি শ্রীসদাশিব, তিনিই ভক্তাবতাররূপে শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য, শ্রীনিবাস প্রভৃতি যত ভক্ত, তাঁহারাই ভক্তরূপ এবং দ্বিজাগ্রগণ্য গদাধরপণ্ডিত ভক্তশক্তিরূপ ॥ ১১ ॥

শ্রীমান্ বিশ্বম্ভর, অদ্বৈত, অবধূত ও নিত্যানন্দ ইঁহাদের মধ্যে তিন জন ভগবদ্বিগ্রহ প্রভু নামে বিখ্যাত। এই তিন জনের মধ্যে এক দয়াসাগর

শ্রীমদ্বিশ্বম্ভরাদ্বৈতনিত্যানন্দাবধূতকাঃ।
অত্র ত্রয়ঃ সমুন্নেয়া বিগ্রহাঃ প্রভবশ্চ তে।
একো মহাপ্রভুর্জ্ঞেয়ঃ শ্রীচৈতন্যো দয়াম্বুধিঃ।
প্রভু দ্বৌ শ্রীযুতৌ নিত্যানন্দাদ্বৈতৌ মহাশয়ৌ।
গোস্বামিনো বিগ্রহাশ্চ তে দ্বিজশ্চ গদাধরঃ।
পঞ্চতত্ত্বাত্মকা এতে শ্রীনিবাসশ্চ পণ্ডিতঃ॥ ১২॥
যদুক্তং তত্র গোস্বামির্নী শ্রীস্বরূপপদাম্বুজৈঃ।
ত্রয়োঽত্র বিগ্রহা জ্ঞেয়াঃ প্রভবশ্চাত্র তে ত্রয়ঃ।
একো মহাপ্রভুর্জ্ঞেয়ো দ্বৌ প্রভূ সম্মতৌ সতাং॥ ১৩॥
এষাং পার্ষদবর্গা যে মহান্তঃ পরিকীর্ত্তিতাঃ।
নিত্যানন্দগণাঃ সর্ব্বে গোপালা গোপবেশিনঃ।
এষাং সম্বন্ধসম্পর্কাদুপগোপালসত্তমাঃ॥ ১৪॥
তত্র শ্রীমন্নবদ্বীপে বিশ্বম্ভরসমীপতঃ।
বিলসন্তি স্ম তে জ্ঞেয়া বৈষ্ণবা হি মহত্তমাঃ॥ ১৫॥
নীলাচলে যে যে খ্যাতাস্তে হি জ্ঞেয়া মহত্তরাঃ।
দক্ষিণাদিদিশাং যানে যৈর্যৈঃ সঙ্গো মহাপ্রভোঃ।

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু বলিয়া বিদিত। আর শ্রীনিত্যানন্দ ও অদ্বৈত এই দুই মহাশয় প্রভু নামে অভিহিত' ইঁহারা গোস্বামিবিগ্রহ। দ্বিজ গদাধর ও শ্রীনিবাসপণ্ডিত এই সকল পঞ্চতত্ত্বস্বরূপে কথিত হইয়াছে॥ ১২॥

এই বিষয়ে শ্রীস্বরূপগোস্বামির বচন যথা—

তিনটী ভগবানের বিগ্রহ এবং ঐ তিন জনই প্রভু বলিয়া বিখ্যাত তন্মধ্যে একজন মহাপ্রভু ও অপর দুই জন প্রভু॥ ১৩

ইঁহাদের পার্ষদবর্গ মহান্ত বলিয়া বিখ্যাত। নিত্যানন্দের গণ সকল গোপবেশী গোপাল, ইঁহাদের সহিত সম্পর্ক বশতঃ কতিপয় উপগোপাল নামে কথিত হইয়াছেন॥ ১৪॥

শ্রীমন্নবদ্বীপে বিশ্বম্ভরের সম্মুখে যাঁহারা নিত্যবিলাস করেন, তাঁহারাই মহত্তম বৈষ্ণব॥ ১৫॥

তে তে মহান্তো মন্তব্যাঃ পরে জ্ঞেয়াঃ স্বযোগ্যতঃ ॥ ১৬ ॥
অতঃ স্বরূপচরণৈরুক্তং গৌরনিরূপণে ।
পঞ্চতত্ত্বস্য সম্পর্কাৎ যে যে খ্যাতা মহত্তমাঃ ।
তে তে মহান্তো গোপালাঃ স্থানাচ্ছ্রেষ্ঠ্যাদিবাচকাঃ ॥ ১৭ ॥
রসজ্ঞাঃ শ্রীবৃন্দাবনমিতি যমাহুর্বহুবিদো
যমেতং গোলোকং কতিপয়জনাঃ প্রাহুরপরে ।
সিতদ্বীপং প্রাহুঃ পরমপি পরব্যোম জগদ্-
নবদ্বীপঃ সোঽয়ং জয়তি পরমাশ্চর্যামমহিমা ॥ ১৮ ॥
তস্মিন্ বাসমুরীচকার নৃহরির্বিশ্বম্ভরাখ্যাং দধ-
ত্তচ্চেষ্টাবশতঃ সমস্তমহতাং বাসোঽপি তত্রাভবৎ ।
তৈঃ সাকং মহতী হরেরনুগুণাকারাপি লীলাভবদ্-
যত্রাসীজ্জগতাং মনোঽপি পরমানন্দায় মগ্নং যতঃ ॥ ১৯ ॥
যঃ সত্যে সিতবর্ণমাদধদসৌ শ্রীশুক্লনামাভব-
ন্ত্রেতায়াং মখভুঙ্‌মখাখ্য উচিতোঽভূদ্রক্তবর্ণং দধৎ ।

নীলাচলে বিখ্যাত বৈষ্ণবগণমহত্তর এবং মহাপ্রভুর দক্ষিণদিক্ গমন সময়ে যে সকল মহাত্মার সহিত তাঁহার সঙ্গ হইয়াছিল, তাঁহারাই মহান্ত নামে বিখ্যাত, অন্যান্য ব্যক্তিরা স্ব স্ব যোগ্যতানুসারে পরে মহান্ত নামে অভিহিত হইয়াছেন ॥ ১৬ ॥

অতএব গৌরতত্ত্ব নিরূপণে স্বরূপগোস্বামী কহিয়াছেন, পঞ্চতত্ত্বের সম্পর্ক-বশতঃ যে যে মহাত্মা মহত্তর বলিয়া কথিত হইয়াছেন, তাঁহারাই বিখ্যাত গোপাল এবং মহান্ত, স্থানানুসারে তাঁহাদেরই শ্রেষ্ঠত্ব নিরূপিত হইয়াছে ॥ ১৭ ॥

রসজ্ঞেরা যাঁহাকে বৃন্দাবন, বহুবেত্তা সাধু সকল যাঁহাকে গোলোক, অন্যান্য ব্যক্তিগণ যাঁহাকে সিতদ্বীপ, অপর লোক সকল যাঁহাকে পরব্যোম বলিয়া থাকেন, পরমাশ্চর্য্য মহিমান্বিত সেই নবদ্বীপের জয় হউক ॥ ১৮ ॥

তথায় নৃহরি বিশ্বম্ভর নাম ধারণ করতঃ বাস করিয়াছিলেন তাঁহার চেষ্টা বশতঃ ক্রমশঃ তথায় সমস্ত মহৎদিগের বাস হইয়াছিল, সেই স্থানে তাঁহাদের সহিত হরির গুণানুরূপ লীলা হইয়াছিল, তাহাতেই জগতে মন পরমানন্দে মগ্ন হয় ॥ ১৯ ॥

যঃ শ্যামো দধদাস বর্ণকমমমুং শ্যামং যুগে দ্বাপরে
সোঽয়ং গৌরবিধূর্বি ভাতি কলয়ন্নামাবতারং কলৌ ॥ ২০ ॥
প্রাদুর্ভূতাঃ কলিযুগে চত্বারঃ সাম্প্রদায়িকাঃ।
শ্রী-ব্রহ্ম-রুদ্র-সনকাহ্বয়াঃ পাদ্মে যথা স্মৃতাঃ।
অতঃ কলৌ ভবিষ্যন্তি চত্বারঃ সম্প্রদায়িনঃ।
শ্রী-ব্রহ্ম-রুদ্র-সনকা বৈষ্ণবাঃ ক্ষিতিপাবনাঃ ॥ ২১ ॥
তত্র মাধবীসম্প্রদায়ঃ প্রস্তারাদত্র লিখ্যতে।
পরব্যোমেশ্বরশ্যাসীচ্ছিষ্যো ব্রহ্মা জগৎপতিঃ।
তস্য শিষ্যে নারদো ভূদ্ব্যাসস্তস্যাপ শিষ্যতাং।
শুকো ব্যাসস্য শিষ্যত্বং প্রাপ্তো জ্ঞানাবরোধনাৎ।
তশ্য শিষ্যঃ প্রশিষ্যাশ্চ বহবো ভূতলে স্থিতাঃ।
ব্যাসাল্লব্দকৃষ্ণদীক্ষো মহ্বাচার্য্যো মহাযশাঃ।
চক্রে বেদান্ বিভাজ্যাসৌ সংহিতাঃ শতদূতষণীং।
নির্গুণাদ্ব্রহ্মণো যত্র সগুণস্য পরিক্রিয়া ॥
তস্য শিষ্যোঽভবৎ পদ্মনাতাচার্য্যমহাশয়ঃ।
তস্য শিষ্যো নরহরিস্তচ্ছিষ্যো মাধবদ্বিজঃ।

যিনি সত্যযুগে শুভ্রবর্ণ ও শুক্ল নাম ধারণ করিয়াছিলেন, যিনি ত্রেতাযুগে রক্তবর্ণ হইয়া মখভুক্ নামধারণ করিয়াছিলেন এবং যিনি দ্বাপরযুগে শ্যাম হইয়া শ্যাম নামে অভিহিত হইয়াছিলেন, সেই ভগবান্ কলিযুগে গৌরচন্দ্র নামে অবতীর্ণ হইয়া জগতে বিরাজ করিতেছেন ॥ ২০ ॥

কলিযুগে শ্রী, ব্রহ্ম, রুদ্র ও সনক নামে চারি সম্প্রদায় প্রাদুর্ভূত হয়। এই বিষয় পদ্মপুরাণে লিখিত আছে, যথা—কলিযুগে শ্রী, ব্রহ্ম, রুদ্র এবং সনকরূপে চারিসম্প্রদায় বৈষ্ণব হইবেন, তাঁহারাই জগতের পবিত্রকারী ॥ ২১ ॥

প্রস্তাবক্রমে মাধ্বীসম্প্রদায় লিখিতেছি যথা,—

পরব্যোমেশ্বর পরমাত্মার শিষ্য জগৎপতি ব্রহ্মা, ব্রহ্মার শিষ্য নারদ, নারদের শিষ্য ব্যাস, জ্ঞানের অববোধহেতু ব্যাসের শিষ্য শুকদেব, শুকদেবের শিষ্য ও প্রশিষ্য জগতে অনেক আছে। মহাযশাঃ মধ্বাচার্য্য ব্যাসদেবের নিকট কৃষ্ণমন্ত্রে দীক্ষিত হয়েন, এই মধ্বাচার্য্য বেদ সকল বিভাগ করিয়া শতদূষণী নামক

অক্ষোভস্তস্য শিষ্যোঽভূত্তচ্ছিষ্যো জয়তীর্থকঃ।
তস্য শিষ্যো জ্ঞানসিন্ধুস্তস্য শিষ্যো মহানিধিঃ।
বিদ্যানিধিস্তস্য শিষ্যো রাজেন্দ্রস্তস্য সেবকঃ।
জয়ধর্ম্মা মুনিস্তস্য শিষ্যো যদ্গণমধ্যতঃ।
শ্রীমদ্বিষ্ণুপুরী যস্ত ভক্তিরত্নাবলীকৃতিঃ।
জয়ধর্ম্মস্য শিষ্যোঽভূদ্ব্রাহ্মণঃ পুরুষোত্তমঃ।
ব্যাসতীর্থস্তস্য শিষ্যো যশ্চক্রে বিষ্ণুসংহিতাং।
শ্রীমাল্লক্ষ্মীপতিস্তস্য শিষ্যো ভক্তিরসাশ্রয়ঃ।
তস্য শিষ্যো মাধবেন্দ্রো যদ্ধর্ম্মোঽয়ং প্রবর্ত্তিতঃ।
কল্পবৃক্ষস্যাবতারো ব্রজধামনি তিষ্ঠতঃ।
প্রীতপ্রেয়োবৎসলতোজ্জ্বলাখ্যফলধারিণঃ ॥ ২২ ॥
তস্য শিষ্যোঽভবচ্ছীমানীশ্বরাখ্যপুরী যতিঃ।
কলয়ামাস শৃঙ্গারং যঃ শৃঙ্গারফলাত্মকঃ ॥ ২৩ ॥
অদ্বৈতঃ কলয়ামাস দাস্যসখ্যে ফলে উভে।

সংহিতা পুস্তক করেন, যে শতদূষণীতে নির্গুণ ব্রহ্ম হইতে সগুণ ব্রহ্মের পরিস্কৃত মীমাংসা করা হইয়াছে ॥

ঐ মধ্বাচার্য্যের শিষ্য পদ্মনাভাচার্য্য, পদ্মনাভের শিষ্য নরহরি নরহরির, শিষ্য দ্বিজোত্তম মাধব, মাধবের শিষ্য অক্ষোভ, অক্ষোভের শিষ্য জয়তীর্থ জয়তীর্থের শিষ্য জ্ঞানসিন্ধু জ্ঞানসিন্ধুর শিষ্য মহানিধি, মহানিধির শিষ্য, বিদ্যানিধি, বিদ্যানিধির শিষ্য রাজেন্দ্র, রাজেন্দ্রের সেবক জয়ধর্ম্মমনি, তাঁহার শিষ্য শ্রীমদ্বিষ্ণুপুরী, যিনি ভক্তিরত্নাবলী গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন, ব্রাহ্মণ জয়ধর্ম্মের শিষ্য পুরুষোত্তম, পুরুষোত্তমের শিষ্য ব্যাসতীর্থ, যিনি বিষ্ণুসংহিতা রচনা করিয়াছেন, ব্যাসতীর্থের শিষ্য, ভক্তিরসের আশ্রয় লক্ষ্মীপতি, লক্ষ্মীপতির, শিষ্য মাধবেন্দ্র, যাঁহা হইতে বৈষ্ণবধর্ম্ম প্রকাশিত হয়। অপর বৃন্দাবনস্থ কল্পতরু যিনি প্রীত, প্রেয়, বৎসল ও উজ্জ্বল নামক ফল ধারণ করিয়াছেন, মাধবেন্দ্রপুরী তাঁহারাই অবতার স্বরূপ ॥ ২২ ॥

ঐ মাধবেন্দ্রপুরীর শিষ্য যতিশ্রেষ্ঠ ঈশ্বরপুরী, যিনি শৃঙ্গার ফলস্বরূপ হইয়া শৃঙ্গাররস বিস্তার করেন ॥ ২৩ ॥

শ্রীমান্ রঙ্গপুরী হ্যেষ বাৎসল্যে যঃ সমাশ্রিতঃ ॥ ২৪ ॥
ঈশ্বরাখ্যপুরীং গৌর উররীকৃত্য গৌরবে।
জগদাপ্লাবয়ামাস প্রাকৃতাপ্রাকৃতাত্মকং ॥ ২৫ ॥
স্বীকৃত্য রাধিকাভাবকান্তী পূর্ব্বসুদুষ্করে।
অন্তবহীরসাম্ভোধিঃ শ্রীনন্দনন্দনোঽপি সন্ ॥ ২৬ ॥
আদ ব্যূহোঽপি চৈতন্যমবিশৎ যঃ পুরে পুরা।
বিচুক্ষোভ মনস্তস্য দৃষ্ট্বা গন্ধর্ব্বনর্ত্তনং ॥ ২৭ ॥
দ্বারকাস্থোঽপি ভগবান বশৎ শ্রীশচীসুতং।
নামাবতারঃ সুতরামেককালপ্রভাবতঃ ॥ ২৮ ॥
যথা শ্যামোঽবিশৎ কৃষ্ণং ভগবন্তং পুরা স্বয়ং ॥ ২৯ ॥
যোগমায়াবলাদেতে তিষ্ঠন্তোঽন্যত্র যদ্যপি।
তথাপি প্রাবীশন্ গৌরেঽচিন্ত্যলক্ষণলক্ষিতাঃ ॥ ৩০ ॥
যথোক্তং ব্যাসচরণৈঃ প্রভাসখণ্ডমতঃ।

অদ্বৈত দাস্য ও সখ্য এই উভয় ফল প্রকাশ করিয়াছিলেন, শ্রীমান্ রঙ্গপুরী সেবা এবং বাৎসল্য প্রকাশ করেন ॥ ২৪ ॥

শ্রীগৌরচন্দ্র ঈশ্বরপুরীকে গুরুত্বে বরণ করিয়া প্রাকৃত ও অপ্রাকৃতময় জগৎকে প্লাবিত করিয়াছেন ॥ ২৫ ॥

রসসাগর শ্রীনন্দনন্দন পূর্ব্বে সুদুষ্কর রাধিকার ভাবকান্তি অন্তরে ও বাহ্যে স্বীকার করিয়া ॥ ২৬ ॥

স্বয়ং আদ্যব্যূহ বাসুদেব হইলেও পূর্ব্বকালে দ্বারকাপুরে গন্ধর্ব্বনর্ত্তন অবলোকন করিয়া তাঁহার মন ক্ষুব্ধ হওয়ায় তিনি শ্রীচৈতন্যে প্রবেশ করিয়াছেন ॥ ২৭ ॥

তিনি দ্বারকাস্থ হইয়াও শ্রীশচীসুতে প্রবেশ করেন. সুতরাং এককালে উৎপন্ন বশতঃ তাঁহাকে নামাবতার বলা যায় ॥ ২৮ ॥

পূর্ব্বকালে যুগাবতার শ্যামনামক ভগবান্ যেমন কৃষ্ণরূপে প্রবেশ করিয়াছিলেন, তদ্রূপ ॥ ২৯ ॥

যদ্যপি অচিন্ত্যলক্ষণ লক্ষিত যুগাবতার সকল অন্যত্রও থাকেন সত্য, তথাপি যোগমায়াবলে গৌরচন্দ্রে প্রবিষ্ট হইয়াছেন ॥ ৩০ ॥

অচিন্ত্যাঃ খলু যে ভাবা ন তাংস্তর্কেণ যোজয়েদিতি ॥ ৩১ ॥
রঘুনাথং প্রবিশ্যাপি যথা তিষ্ঠতি ভার্গবঃ।
এবং শ্রীনারদমুখাস্তিষ্ঠন্ত্যনেষু ধামসু।
তথৈব প্রভুনা সার্দ্ধং দীব্যন্তি শ্রুতিদেহবৎ ॥ ৩২ ॥
কিন্তু যদযদ্ভক্তগণা যদযদ্ভাববিলাসিনঃ।
তত্তদ্ভাবানুসারেণ ব্রজে তেষামভূদ্গতিঃ ॥ ৩৩ ॥
গৌরচন্দ্রোদয়েঽদ্বৈতং প্রতি গৌরবচো যথা ॥
দাস্যে কেচন কেচন প্রণয়িনঃ সখ্যেক এবোভয়ে
রাধামাধবনৈষ্টিকাঃ কতিপয়ে শ্রীদ্বারকাধীশিতুঃ।
সখ্যাদাবুভয়ত্র কেচন পরে যে বাবতারান্তরে
ময্যাবদ্ধহৃদোঽখিলান্ বিতনবৈ বৃন্দাবনাসঙ্গিনঃ ॥ ৩৪ ॥
পর্জন্যো নাম গোপাল আসীৎ কৃষ্ণপিতামহঃ।
উপেন্দ্রমিশ্রঃ সন্ জাতঃ শ্রীহট্টে সপ্তপুত্রবান্ ॥ ৩৫ ॥

প্রভাসখণ্ড মধ্যে ব্যাসের বচন, যথা—যে ভাব অচিন্ত্য কখন তাহাতে তর্ক করিবে না। ৩১ ॥

যেমন পরশুরাম রঘুনাথরূপে প্রবেশ করিয়া অবস্থিত ছিলেন, তদ্রূপ নারদ প্রভৃতি ঋষিগণ অন্য ধামে থাকিয়াও শ্রুতিদেহের ন্যায় নিতাই প্রভুর সহিত ক্রীড়া করিয়া থাকেন। ৩২ ॥

কিন্তু যে যে ভক্তগণ যে যে ভাবে বিলাস করিয়াছিলেন, তাঁহাদের সেই সেই ভালানুসারে ব্রজে গতিলাভ হইয়াছে ॥ ৩৩ ॥

গৌরচন্দ্রোদয়নাটকে অদ্বৈতের প্রতি শ্রীগৌরবাক্য যথা—

হে অদ্বৈত! কেহ কেহ দাস্যে, কোন কোন প্রণয়িজন আমার সখ্যে, কেহ কেহ বা দাস্য ও সখ্য মিশ্রিত, কতিপয় লোক রাধামাধবনিষ্ঠ, কেহ বা দ্বারকানাথের সখ্যে অথবা যে যে অবতারে যে সকল ব্যক্তি যে ভাবানিষ্ঠ ছিল, সেই সমুদায় এবং বৃন্দাবনস্থ সঙ্গিগণ আমাতে বদ্ধহৃদয় হইয়াছিলেন ॥৩৪॥

যিনি পর্জন্য নামক গোপাল কৃষ্ণের পিতামহ ছিলেন, পরে তিনিই শ্রীহট্টে উপেন্দ্রমিশ্র হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তথায় তাঁহার সাত পুত্র জন্মিয়াছিল ॥ ৩৫ ॥

মহামান্যাভিধা গোপী ব্রজে যাসীদ্বরীয়সী ।
কৃষ্ণপিতামহী সৈব নাম্নাত্র কমলাবতী ॥ ৩৬ ॥
পুরা যশোদা ব্রজরাজনন্দৌ
বৃন্দাবনে প্রেমরসাকরৌ যৌ ।
মহামান্যাভিধা গোপী ব্রজে যাসীদ্বরীয়সী ।
শচী-জগন্নাথপুরন্দরাভিধৌ
বভূবতুস্তৌ ন চ সংশয়োঽত্র ॥ ৩৭ ॥
অমূ্ অবিশতামেব দেবাবদিতিকশ্যপৌ ।
শ্রীকৌশল্যাদশরথৌ তথা শ্রীপৃশ্নিতৎপতী ॥ ৩৮ ॥
দেবকীবসুদেবৌ যৌ পিতরৌ রামকৃষ্ণয়োঃ ।
তাবপ্যমু্ অবিশতামিতি জল্পন্তি কেচন ।
অন্যথা রামমূর্ত্তেঃ শ্রীবিশ্বরূপস্য নোদ্ভবঃ ॥ ৩৯ ॥
রোহিণীবসুদেবৌ যৌ পিতরৌ রামকৃষ্ণয়োঃ ।
পদ্মাবতীমুকুন্দৌ তৌ সন্তৌ জাতৌ দ্বিজোত্তমৌ ।
শ্রীসুমিত্রদশরথৌ তাবপ্যবিশতামমূ্ ॥ ৪০ ॥

যিনি বৃন্দাবনে মহামান্যা বরীয়সীনাম্নী কৃষ্ণের পিতামহী গোপী ছিলেন, তিনিই এক্ষণে উপেন্দ্রমিশ্রের পত্নী কলাবতী হইয়াছেন ॥ ৩৬ ॥

পূর্ব্বে বৃন্দাবনে যাঁহারা প্রেমরসের আকারস্বরূপ যশোদা ও ব্রজরাজ নন্দ ছিলেন, তাঁহারাই এস্থলে শচী এবং জগন্নাথপুরন্দর নামে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন ॥ ৩৭ ॥

শচী ও জগন্নাথ-পুরন্দর এই দুইয়ে অদিতি এবং কশ্যপ, কৌশল্যা দশরথ তথা পৃশ্নি এবং সুতপা প্রবেশ করিয়াছেন ॥ ৩৮ ॥

দেবকী ও বাসুদেব যাঁহারা রামকৃষ্ণের মাতা এবং পিতা ছিলেন, তাঁহারাও এই দুয়ে প্রবেশ করিয়াছেন, এ কথা কেহ কেহ বলিয়া থাকেন। অন্যথা রামচন্দ্রস্বরূপ বিশ্বরূপের উৎপত্তির সম্ভাবনা হয় না ॥ ৩৯ ॥

রোহিণী ও বসুদেব, যাঁহারা রামকৃষ্ণের মাতা এবং পিতা তাঁহারাই পদ্মাবতী ও মুকুন্দ হইয়া ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, আর যাঁহারা সুমিত্রা এবং দশরথ, তাঁহারাই এই দুই জনে প্রবেশ করিয়াছেন ॥ ৪০ ॥

পৌর্ণমাসী ব্রজে যাসীদ্গোবিন্দানন্দকারিণী।
আচার্য্য শ্রীল গোবিন্দো গীতপদ্যাদিকারকঃ॥ ৪১॥
নাম্নাম্বিকা ব্রজে ধাত্রী স্তন্যদাত্রী স্থিতা পুরা।
সৈবেঽয়ং মালিনীনাম্নী শ্রীবাসগৃহিণীমতা॥ ৪২॥
অম্বিকায়াঃ স্বসা যাসীনাম্নী শ্রীল কিলিম্বিকা।
কৃষ্ণোচ্ছিষ্টং প্রভুঞ্জানা সেয়ং নারায়ণীমতা॥ ৪৩॥
পুরাসীজ্জনকো রাজা মিথিলাধিপর্ষির্মহান্।
অধুনা বল্লভাচার্য্যো ভীষ্মকোঽপি চ সম্মতঃ॥ ৪৪॥
শ্রীজানকী রুক্মিণী চ লক্ষ্মীনাম্নী চ তৎসুতা।
চৈতন্যচরিতে ব্যক্তা লক্ষ্মীনাম্নী চ সা যথা॥ ৪৫॥

সা বল্লভাচার্য্যসুতা চলন্তী
স্নাতুং সখীভিঃ সুরদীর্ঘিকায়াং।
লক্ষ্মীরনেনৈব কৃতাবতারা
প্রভোর্যযৌ লোচনবর্ত্ম তত্র॥ ৪৬॥

পূর্ব্বে যিনি গোবিন্দের আনন্দবর্দ্ধিনী পৌর্ণমাসীরূপে ব্রজে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, তিনিই এই অবতারে গীতবাদ্যাদিকারক গোবিন্দ-আচার্য্য নামে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন॥ ৪১॥

পূর্ব্বে যিসি অম্বিকানাম্নী শ্রীকৃষ্ণের স্তন্যদাত্রী ছিলেন, তিনিই এক্ষণে মালিনীনাম্নী শ্রীবাসের গৃহিণী হইয়াছিলেন॥ ৪২

পূর্ব্বে অম্বিকার ভগিনী কিলিম্বিকা, যিনি শ্রীকৃষ্ণের উচ্ছিষ্ট ভোজন করিতেন, তিনিই এক্ষণে নারায়ণী নামে অভিহিতা হইয়াছেন॥ ৪৩॥

যিনি পূর্ব্বে মিথিলাধিপতি রাজা জনক ছিলেন, তিনিই এক্ষণে বল্লভাচার্য্য, কেহ কেহ ইঁহাকে ভীষ্মকও বলিয়া থাকেন, ইহাতে সংশয় নাই॥ ৪৪॥

জানকী ও রুক্মিণী এই দুই একত্রে লক্ষ্মী নামে তাঁহার কন্যা হন, তিনি যেরূপে লক্ষ্মী নামে বিখ্যাত হইয়াছিলেন, তাহা চৈতন্যচরিতকাব্যের তৃতীয় সর্গে ৭ শ্লোকে ব্যক্ত আছে, যথা—॥ ৪৫॥

সেই বল্লভাচার্য্যের কন্যা স্বয়ং লক্ষ্মী; যিনি প্রভুর সহিত ভূতলে অবতীর্ণ হইয়াছেন, তিনি তৎকালে সখীগণ সমভিব্যাহারে গঙ্গায় স্নান নিমিত্ত গমন করিতেছিলেন, অকস্মাৎ মহাপ্রভুর নেত্রপথ তাঁহাতেই পতিত হইল॥ ৪৬॥

শ্রীসনাতনমিশ্রোঽয়ং পুরা সত্রাজিতো নৃপঃ।
বিষ্ণুপ্রিয়া জগন্মাতা যৎ কন্যা ভূস্বরূপিণী ॥ ৪৭ ॥
উক্তা প্রসঙ্গাৎ কলিনা শ্রীচৈতন্যবিধূদয়ে ॥
ভুবোঽংশরূপা পরমাঞ্চ বিষ্ণুপ্রিয়াং
বিদিত্বা পরিণীয়কান্তামিত্যাদি ॥ ৪৮ ॥
বিশ্বামিত্রেঽপি ঘটকঃ শ্রীরামোদ্বাহকর্ম্মণি।
রুক্মিণ্যা প্রেষিতো বিপ্রো যশ্চ শ্রীকেশবং প্রতি।
তাবরং বনমালী যৎ কর্ম্মণাচার্য্যতাং গতঃ ॥ ৪৯ ॥
যশ্চ সত্রাজিতা বিপ্রঃ প্রহিতো মাধবং প্রতি।
সত্যোদ্বাহায় কুলকঃ শ্রীকাশীনাথ এব সঃ ॥ ৫০ ॥
কেনাবান্তরভেদেন ভেদং কুর্ব্বন্তি সাত্ত্বতাঃ।
সত্যভামাপ্রকাশোঽপি জগদানন্দপণ্ডিতঃ ॥ ৫১ ॥
মথুরায়াং যজ্ঞসূত্রং পুরা কৃষ্ণায় যো মুনিঃ।
দদৌ সান্দীপনিঃ সোঽভূদদ্য কেশবভারতী ॥ ৫২ ॥
পুরাসীদ্রঘুনাথস্য যো বশিষ্ঠমুনির্গুরুঃ।

পূর্ব্বে যিনি সত্রাজিৎ রাজা ছিলেন, তিনিই পর জন্মে সনাতননামে অভিহিত হইয়াছেন, ভূস্বরূপিণী জগন্মাতা বিষ্ণুপ্রিয়া ইঁহারই কন্যা হয়েন ॥ ৪৭ ॥

শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয়ে প্রথম অঙ্কে ৩৭ শ্লোকে
কলিপ্রসঙ্গক্রমে এ কথাও বলিয়াছেন ॥

সেই দেবদেব পৃথিবীর অংশরূপা বিষ্ণুপ্রিয়াকে বিবাহ করিয়া ইত্যাদি ॥ ৪৮ ॥

শ্রীরামের বিবাহকার্য্যে যে বিশ্বামিত্র ঘটক ছিলেন এবং রুক্মিণী কেশবের নিকট যে ব্রাহ্মণকে প্রেরণ করেন, তাঁহারা দুই জন বনমালীনামে জন্মগ্রহণ করিয়া কর্ম্মদ্বারা আচার্য্যতা প্রাপ্ত হইয়াছেন ॥ ৪৯ ॥

সত্রাজিৎ রাজা সত্যভামার উদ্বাহের জন্য যে কুলকনামক ব্রাহ্মণকে মাধবের নিকট পাঠাইয়াছিলেন, গৌরাঙ্গ অবতারে তিনিই শ্রীকাশীনাথ ॥ ৫০ ॥

ভগবদ্ভক্ত ব্যক্তিগণ কোন অবান্তরভেদ দ্বারা ভেদ করিয়া থাকেন যে, যিনি সত্যভামা, তিনিই এক্ষণে জগদানন্দপণ্ডিত হইয়াছেন ॥ ৫১ ॥

ACC-596/3-12-19

স প্রকাশবিশেষেণ গঙ্গাদাসসুদর্শনৌ ॥ ৫৩ ॥
বৃষভানুতয়া খ্যাতঃ পুরা যো ব্রজমণ্ডলে ।
অধুনা পুণ্ডরীকাক্ষং বিদ্যানিধিমহাশয়ঃ ॥ ৫৪ ॥
স্বকীয়ভাবমাস্বাদ্য রাধাবিরহকাতরঃ ।
চৈতন্যঃ পুণ্ডরীকাক্ষবয়ে তাতাবদৎ স্বয়ং ॥ ৫৫ ॥
প্রেমনিধিতয়া খ্যাতিং গৌরো যস্মৈ দদৌ সুখী ।
মাধবেন্দ্রস্য শিষ্যত্বাদেগৌরবঞ্চ সদা করোৎ ॥ ৫৬ ॥
তৎ প্রকাশবিশেষোঽপি মিশ্রঃ শ্রীমাধবো মতঃ ।
রত্নাবতীতু তৎপত্নী কীর্ত্তিদা কীর্ত্তিতা বুধৈঃ ॥ ৫৭ ॥
অংশাংশিনোরভেদেন ব্যূহ আদ্যঃ শচীসুতঃ ।
বলদেবো বিশ্বরূপো ব্যূহঃ সঙ্কর্ষণো মতঃ ॥ ৫৮ ॥
নিত্যানন্দাবধূতশ্চ প্রকাশেন স উচ্যতে ।

পূর্ব্বে মথুরাতে যে সান্দীপনী-মুনি কৃষ্ণের উপনয়ন দিয়াছিলেন, তিনিই এক্ষণে কেশবভারতীরূপে জন্মপরিগ্রহ করিয়াছেন ॥ ৫২ ॥

পূর্ব্বে যিনি রঘুনাথের গুরু বশিষ্ঠমুনি ছিলেন, তিনিই এক্ষণে প্রকাশভেদে গঙ্গাদাস ও সুর্শননামে অভিহিত হইয়াছেন ॥ ৫৩ ॥

পূর্ব্বে বৃষভানুরূপে যিনি ব্রজমণ্ডলে বিখ্যাত ছিলেন, এক্ষণে সেই মহাশয় পুণ্ডরীকাক্ষ বিদ্যানিধিনামে বিখ্যাত হইয়াছেন ॥ ৫৪ ॥

চৈতন্য স্বকীয়ভাব অবলম্বন করিয়া রাধার বিরহে কাতর হইয়া পুণ্ডরীকাক্ষকে স্বয়ং পিতা বলিয়া সম্বোধন করিয়াছিলেন ॥ ৫৫ ॥

গৌরচন্দ্র সুখী হইয়া যাঁহাকে প্রেমনিধি উপাধি দিয়াছিলেন এবং যাঁহাকে মাধবেন্দ্রের শিষ্য বলিয়া সর্ব্বদা গৌরব করিতেন ॥ ৫৬ ॥

শ্রীমাধবমিশ্র তাঁহারই প্রকাশবিশেষ বলিয়া সম্মত। ইহার ভার্য্যার নাম রত্নাবতী, পণ্ডিতগণ ইঁহাকে বৃষভানুপত্নী কীর্ত্তিদা বলিয়া কীর্ত্তন করেন ॥ ৫৭ ॥

অংশ ও অংশির অভেদে শচীনন্দনই আদ্যব্যূহ এবং বলদেব ও বিশ্বরূপ দ্বিতীয় সঙ্কর্ষণব্যূহ বলিয়া সম্মত ॥ ৫৮ ॥

গৌরচন্দ্রোদয়ে ধর্ম্মং প্রতিবাক্যং কলের্যথা ॥ ৫৯ ॥
অস্যাগ্রজস্ত্বকৃতদারপরিগ্রহঃ সন্
সঙ্কর্ষণঃ স ভগবান্ ভুবি বিশ্বরূপঃ।
স্বীয়ং মহঃ কিল পুরীশ্বরমাপয়িত্বা
পূর্ব্বং পরিব্রজিত এব তিরোবভূব ইতি ॥ ৬০ ॥
নিত্যানন্দাবধূতো মহ ইতি মহতং
হন্ত সঙ্কর্ষণং যঃ। ইতি চ ॥ ৬১ ॥
যদা শ্রীবিশ্বরূপোঽয়ং তিরোভূতঃ সনাতনঃ।
নিত্যানন্দাবধূতেন মিলিত্বাপি তদা স্থিতঃ ॥ ৬২ ॥
ততোঽবধূতো ভগবান্ বলাত্মা
ভবন্ সদা বৈষ্ণবর্গ মধ্যে।
জজ্বাল তিগ্মাংশুসহস্রতেজা
ইতি ব্রুবন্ মে জনকো ননর্ত্ত ॥ ৬৩ ॥
স্বাংশেন শেষেণ য এব শয্যা
বিষ্ণোশ্চ কৃষ্ণস্য চ বাসভূষা।

তিনিই প্রকাশভেদে নিত্যানন্দাধূত বলিয়া কথিত। চৈতন্যচন্দ্রোদয় প্রথম অঙ্কে ৮ শ্লোকে ধর্ম্মের প্রতি কলির বাক্য যথা—॥ ৫৯ ॥

ইহার অগ্রজ যিনি জগতে বিশ্বরূপনামে বিখ্যাত ও যিনি সাক্ষাৎ ভগবান্, সঙ্কর্ষণের অবতার, তিনিও দ্বারপরিগ্রহ না করিয়া পূর্ব্বেই সন্ন্যাসধর্ম্ম গ্রহণপূর্ব্বক আপন জ্যোতিঃ ঈশ্বরপুরীতে স্থাপন করিয়া অন্তর্হিত হইয়াছেন ॥ ৬০ ॥

অবধূত নিত্যানন্দ বলিয়া খ্যাত, সাক্ষাৎ সঙ্কর্ষণ যাঁহার তেজঃ স্বরূপ ॥ ৬১ ॥

যখন সনাতন বিশ্বরূপ তিরোহিত হইলেন, তখন যতদী অংশ নিত্যানন্দাবধূতের সহিত মিলিত হইয়া অবস্থিতি হইল ॥ ৬২ ॥

তাহার পর বলদেবস্বরূপ ভগবান্ অবধূত বৈষ্ণববর্গ-মধ্যে সহস্র সূর্য্যের ন্যায় তেজোবিশিষ্ট হইয়া দেদীপ্যমান হইয়াছিলেন, এই কথা বলিয়া আমার পিতা শিবানন্দ নৃত্য করিতে লাগিলেন ॥ ৬৩ ॥

অপর যাঁহার অংশরূপ শেষদেব বিষ্ণুর শয্যা, বস্ত্র ও ভূষণস্বরূপ এবং

GAUDIYA MISSION GR ... DIR ★
ACC No. 46
Coll No. ৬
Date..............

স্বাঙ্গস্য ভূষাবলয়াদিরূপৈ-
লীলাখ্যয়া বেদ নিগূঢ়লীলাং ॥ ৬৪ ॥
শ্রীবারুণী-রেবতবংশসম্ভবে
তস্য প্রিয়ে দ্বে বসুধা চ জাহ্নবী ।
শ্রীসূর্য্যদাসস্য মহাত্মনঃ সুতে
ককুদ্মিরূপস্য চ সূর্য্যতেজসঃ ॥ ৬৫ ॥
কেচিৎ শ্রীবসুধাদেবীং কলাবপি বিবৃণ্বতে ।
অনঙ্গমঞ্জরীং কেচিজ্জাহ্নবীঞ্চ প্রচক্ষতে ।
উভয়ন্তু সমীচীনং পূর্ব্বন্যায়াৎ সতাং মতং ॥ ৬৬ ॥
সঙ্কর্ষণস্য যো ব্যূহঃ পয়োব্ধিশায়িনামকঃ ।
স এব বীরচন্দ্রোঽভূচ্চৈতন্যাভিন্নবিগ্রহঃ ॥ ৬৭ ॥
অমুং প্রাবিশতাং কার্য্যাৎ সহজৌ নিশঠোল্মুকৌ ।
মীনকেতনরামাদিব্যূহঃ সঙ্কর্ষণোঽপরঃ ॥ ৬৮ ॥
বিষ্ণুপাদোদ্ভবা গঙ্গা যাসীৎ সা নিজনামতঃ ।

স্বাঙ্গের বলয়াদি ভূষারূপে লীলানাম্নী শক্তিদ্বারা শ্রীকৃষ্ণের নিগূঢ়লীলা অবগত হইয়াছিলেন ॥ ৬৪ ॥

পূর্ব্বে যাঁহারা বারুণী ও রেবতবংশসম্ভূতা রেবতী বলদেবের পত্নী ছিলেন, তাঁহারাই এই অবতারে বসুধা এবং জাহ্নবী নামে নিত্যানন্দের দুই পত্নী হয়েন। এই দুই জন সূর্য্যতুল্য তেজস্বী, সূর্য্যদাসের কন্যা। এই সূর্য্যদাস পূর্ব্বে রেবতীর পিতা ককুদ্মী ছিলেন ॥ ৬৫ ॥

কোন কোন ব্যক্তি কলিযুগে বসুধাদেবীকে অনঙ্গমঞ্জরী এবং কেহ কেহ বা জাহ্নবী বলিয়া থাকেন। সৎ সকলের মতে পূর্ব্বের ন্যায় এই উভয়ই প্রশস্য ॥ ৬৬ ॥

পয়োব্ধিশায়ী নামক সঙ্কর্ষণের যে ব্যুহ ছিলেন, তিনি চৈতন্যের অভিন্ন বিগ্রহ। এক্ষণে নিত্যানন্দাত্মজ বীরচন্দ্র নামে অভিহিত হইয়াছেন ॥ ৬৭ ॥

দুই সহোদর নিশঠ ও উল্মুক এই নিত্যানন্দব্যুহেতে প্রবেশ করিয়াছেন। এক্ষণে ঐ দুই জন মীনকেতন এবং রামদাস নামে বিখ্যাত হইয়াছেন ॥ ৬৮ ॥

নিত্যানন্দাত্মজা জাতা মাধবঃ শান্তনুর্নৃপঃ ॥ ৬৯ ॥
ব্যূহস্তৃতীয়ঃ প্রদ্যুম্নঃ প্রিয়নর্ম্মসখোঽভবৎ।
চক্রে লীলাসহায়ং যো রাধামাধবয়োর্ব্রজে।
শ্রীচৈতন্যাদ্বৈততনুঃ স এব রঘুনন্দনঃ ॥ ৭০ ॥
ব্যূহস্তুর্য্যোঽনিরুদ্ধো যঃ স বক্রেশ্বরপণ্ডিতঃ।
কৃষ্ণাবেশজ নৃত্যেন প্রভোঃ সুখমজীজনৎ ॥ ৭১ ॥
সহস্রগায়কান্মহ্যং দেহি ত্বং করুণাময়।
ইতি চৈতন্যপাদে য উবাচ মধুরং বচঃ ॥ ৭২ ॥
স্ব প্রকাশবিভেদেন শশিরেখা তমাবিশৎ।
আবির্ভাবো গৌরহরের্নকুলব্রহ্মচারিণি ॥ ৭৩ ॥
আবেশশ্চ তথা জ্ঞেয়ো মিশ্রে প্রদ্যুম্নসঙ্গকে।
আচার্য্যো ভগবান্ খঞ্জঃ কলা গৌরস্য কথ্যতে ॥ ৭৪ ॥
গোপীনাথাচার্য্যনাম্না ব্রহ্মা জ্ঞেয়ো জগৎপতিঃ।
নবব্যূহে তু গণিতো যস্তন্ত্রে তন্ত্রবেদিভিঃ ॥ ৭৫ ॥

যিনি বিষ্ণুপাদোদ্ভবা গঙ্গা তিনি নিজনামে নিত্যানন্দের কন্যা হইয়াছেন, মাধব পূর্ব্বে শান্তনু রাজা ছিলেন ॥ ৬৯ ॥

প্রদ্যুম্ন তৃতীয় ব্যূহ, যিনি কৃষ্ণের প্রিয়নর্ম্মসখা হইয়া ব্রজে রাধামাধবের লীলার সহায়তা করিয়াছিলেন, তিনিই এক্ষণে শ্রীচৈতন্যের অভিন্নদেহ হইয়া রঘুনন্দন হইয়াছেন ॥ ৭০

যিনি চতুর্থব্যূহ অনিরুদ্ধ, তিনি বক্রেশ্বরপণ্ডিত, ইনি কৃষ্ণাবেশজনিত নৃত্যদ্বারা প্রভুর সুখসম্পাদন করিতেন ॥ ৭১ ॥

ইনি শ্রীচৈতন্যদেবকে মধুর বচনে কহিয়াছিলেন, হে করুণাময়! আমাকে সহস্র গায়ক প্রদান করুন ॥ ৭২ ॥

স্বীয় প্রকাশবিশেষে শশিরেখা ইঁহাতে প্রবেশ করিয়াছেন নকুলব্রহ্মচারিতে গৌরহরির আবির্ভাব এবং প্রাদ্যুম্নমিশ্রেও তাঁহার আবেশ জানিতে হইবে ভগবান্-আচার্য্য খঞ্জকে গৌরাঙ্গের কলা বলিয়া থাকেন ॥ ৭৩-৭৪

তন্ত্রবেদিগণ যাঁহাকে নবব্যূহে গণনা করিয়াছেন, সেই গোপীনাথ আচার্য্য নামক ব্যক্তি জগৎপতি ব্রহ্মা ছিলেন ॥ ৭৫

ব্রজে আবেশরূপত্বাদ্ব্যূহো যোঽপি সদাশিবঃ ।
স এবাদ্বৈতগোস্বামী চৈতন্যাভিন্নবিগ্রহঃ ॥ ৭৬ ॥
যশ্চ গোপালদেহঃ সন্ ব্রজে কৃষ্ণস্য সন্নিধৌ ।
ননর্ত্ত, শ্রীশিবাতন্ত্রে ভৈরবস্য বচো যথা ॥ ৭৭ ॥
একদা কার্ত্তিকে মাসি দীপযাত্রামহোৎসবে ।
সরামঃ সহগোপালঃ কৃষ্ণো নৃত্যতি যত্নবান্ ॥ ৭৮ ॥
নিরীক্ষ্য মদ্গুরুর্দেবো গোপভাবাভিলাষবান্ ।
প্রিয়ে নর্ত্তিতুমারব্ধশ্চক্রভ্রমণলীলয়া ॥ ৭৯ ॥
শ্রীকৃষ্ণস্য প্রসাদেন দ্বিবিধোঽভুৎ সদাশিবঃ ।
একস্তত্র শিবঃ সাক্ষাদন্যো গোপালবিগ্রহঃ ॥ ৮০ ॥
মহাদেবস্য মিত্রং যঃ কুবেরো গুহ্যকেশ্বরঃ ।
কুবেরপণ্ডিতঃ সোঽস্য জনকোঽস্য বিদাম্বরঃ ॥ ৮১ ॥
পুরা কুবেরঃ কৈলাসে সিদ্ধসাধ্যনিষেবিতে ।
জজাপ পরমং মন্ত্রং শৈবং শ্রীশিববল্লভ; ॥ ৮২ ॥

ব্রজের আবরণরূপত্বপ্রযুক্ত যে সদাশিবব্যূহ বলিয়া প্রসিদ্ধ তিনিই অদ্বৈতগোস্বামী শ্রীচৈতন্যের অভিন্ন শরীর ॥ ৭৬ ॥

ইনি গোপালরূপী হইয়া ব্রজে শ্রীকৃষ্ণসান্নিধানে নৃত্য করিয়াছিলেন, এই বিষয়ে শিবা তন্ত্রে ভৈরবের বাক্য যথা ৭৭

একদা কার্ত্তিকমাসে দীপযাত্রা মহোৎসবে রাম ও গোপালের সহিত শ্রীকৃষ্ণ যত্নবান্ হইয়া নৃত্য করিতেছিলেন ॥ ৭৮ ॥

তদ্দর্শনে আমার গুরুদেব শঙ্কর গোপভাবাভিলাষী হইয়া চক্রভ্রমণলীলার প্রিয় শ্রীকৃষ্ণের নিকট নৃত্য করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন ॥ ৭৯ ॥

শ্রীকৃষ্ণপ্রসাদে সদাশিবও দুই প্রকার হইয়াছিলেন, এক মূর্ত্তি সাক্ষাৎ শিব, ও অপর মূর্ত্তি গোপালবিগ্রহ ॥ ৮০ ॥

বিদাম্বর গুহ্যকেশ্বর কুবের, যিনি মহাদেবের মিত্র ছিলেন, তিনিই এক্ষণে কুবেরপণ্ডিত, ইনিই মহাদেবের (অদ্বৈতের) জনক ॥ ৮১ ॥

শ্রীশিববল্লভ কুবের সিদ্ধ ও সাধ্যজননিষেবিত কৈলাসে শিবসম্বন্ধীয় পরম মন্ত্র জপ করিয়াছিলেন ॥ ৮২ ॥

ততো দয়ালুর্ভগবান্ বরং বৃণ্বিতি সোঽব্রবীৎ।
তদা কুবেরো বরয়ার্মাস ত্বং মে সুতো ভব ॥ ৮৩ ॥
প্রার্থিতস্তেন দেবেশো বরদেশঃ সদাশিবঃ।
জন্মন্যনন্তরে পুত্র প্রাপ্স্যামি পুত্রতাং তব ॥ ৮৪ ॥
ইতি প্রাপ্য বরং কষ্টং কিয়ন্তং কালমাস্থিতঃ।
কার্য্যাদীশবশাৎ সোঽভ্যাদ্বৈতস্য জনকোঽভবৎ ॥ ৮৫ ॥
যোগমায়া ভগবতী গৃহিণী তস্য সাম্প্রতং।
সীতারূপেণাবতীর্ণা শ্রীনাম্না তৎপ্রকাশঃ ॥ ৮৬ ॥
তস্য পুত্রোঽচ্যুতানন্দঃ কৃষ্ণচৈতন্যবল্লভঃ।
শ্রীমৎপণ্ডিতগোস্বামি শিষ্যঃ প্রিয় ইতি শ্রুতং ॥ ৮৭ ॥
যঃ কার্ত্তিকেয়ঃ প্রাগাসীদিতি জল্পন্তি কেচন।
কেচিদাহু রসবিদোঽচ্যুতানাম্নী তু গোপিকা ॥
উভয়ন্তু সমীচীনং দ্বয়োরেকত্র সঙ্গাতাৎ।
কার্ত্তিকেয়ঃ কৃষ্ণমিশ্রস্তৎ সাম্যাদিতি কেচন ॥ ৮৮ ॥

অনন্তর দয়ালু ভগবান্ বর প্রার্থনা কর, এই কথা বলিয়াছিলেন, তদনুসারে কুবেরও প্রার্থনা করিলেন যে, আপনি আমার পুত্র হউন ॥ ৮৩ ॥

দেবেশ মহাদেব কুবের কর্ত্তৃক এইরূপে প্রার্থিত হইয়া হে পুত্র! জন্মান্তরে তোমার পুত্রত্ব প্রাপ্ত হইব, এই কথা বলিলেন। ৮৪ ॥

এইরূপে বর প্রাপ্ত হইয়া কিছুকাল কষ্টে অতিবাহিত করিলেন, পরে ঈশ্বরাধীন কার্য্যানুসারে তিনি অদ্বৈতের জনক হইলেন ॥ ৮৫ ॥

যোগমায়া ভগবতী তদ্ধর্ম্মা অবলম্বন করিয়া অদ্বৈতের গৃহিণী সীতারূপে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন এবং তাঁহার প্রকাশ নাম শ্রী ছিল ॥ ৮৬ ॥

তাঁহার পুত্র অচ্যুতানন্দ, ইনি কৃষ্ণচৈতন্যের প্রিয় ও পণ্ডিতগোস্বামির শিষ্য এবং প্রিয় বলিয়া বিশ্রুত ॥ ৮৭ ॥

কোন কোন রসবেত্তা বলেন, যিনি পূর্ব্বে কার্ত্তিকেয় ও অচ্যুতানাম্নী গোপী ছিলেন, এই দুই একত্র মিশ্রিত হইয়াছেন। অপর কেহ কেহ কহেন, কৃষ্ণমিশ্রও কার্ত্তিকেয়ের অবতার ॥ ৮৮ ॥

নন্দিনী জঙ্গলী জ্ঞেয়া জয়া চ বিজয়া ক্রমাৎ ॥ ৮৯ ॥
শ্রীবাসপণ্ডিতো ধীমান্ যঃ পুরা নারদো মুনিঃ ।
পর্ব্বতাখ্যো মুনিবরো য আসীন্নারদপ্রিয়ঃ ।
স রামপণ্ডিতঃ শ্রীমাংস্তৎ কনিষ্ঠসহোদরঃ ॥ ৯০ ॥
মুরারিগুপ্তো হনুমানঙ্গদঃ শ্রীপুরন্দরঃ ।
যঃ শ্রীসুগ্রীবনামাসীদ্গোবিন্দানন্দ এব সঃ ॥ ৯১ ॥
বিভীষণো যঃ প্রাগাসীদ্রামচন্দ্রপুরী স্মৃতঃ ॥ ৯২ ॥
উবাচাতো গৌরহরির্নৈতদ্রামস্য কারণং ।
জটিলা রাধিকা শ্বশ্রূঃ কার্য্যতোঽবিশদেব তং
অতো মহাপ্রভুর্ভিক্ষাসঙ্কোচাদি ততোঽকরোৎ ॥
ঋচীকস্য মুনেঃ পুত্রো নাম্না ব্রহ্মা মহাতপাঃ ।
প্রহ্লাদেন সমং জাতো হরিদাসাখ্যকোঽপি সন্ ॥ ৯৩ ॥
মুরারিগুপ্তচরণৈশ্চৈতন্যচরিতামৃতে ।

জয়া ও বিজয়া এই দুইজন জন্মপরিগ্রহ করিয়া সীতাদেবীর সহচরী নন্দনী ও জঙ্গিলী হইয়াছেন । ৮৯ ॥

যিনি পূর্ব্বে নারদ ছিলেন, তিনিই এখন শ্রীবাসপণ্ডিত বলিয়া বিখ্যাত। পর্ব্বত নামক মুনিশ্রেষ্ঠ, যিনি নারদের প্রিয় ছিলেন, তিনিই শ্রীবাসের কনিষ্ঠ সহোদর রামপণ্ডিত ॥ ৯০ ॥

পূর্ব্বে যিনি হনূমান ছিলেন, এখন তিনি মুরারিগুপ্ত নামে অভিহিত এবং পূর্ব্বে যিনি সুগ্রীবনামা ছিলেন, তিনিই এখন গৌবিন্দানন্দ ॥ ৯১ ॥

যিনি পূর্ব্বে রামচন্দ্রপ্রিয় বিভীষণ ছিলেন, তিনিই এখন রামচন্দ্রপুরী ॥ ৯২ ॥

রাধিকার শ্বাশুড়ী জটিলা কার্য্যবশতঃ তিনি বিভীষণে প্রবেশ করিয়াছিলেন, এই জন্যই মহাপ্রভুর ভিক্ষাসঙ্কোচনাদি করিতেন । ঋচীকমুনির পুত্র যাঁহার নাম মহাতপা ব্রহ্মা, তিনি প্রহ্লাদের সহিত জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, তিনিই এখন হরিদাস ॥ ৯৩ ॥

চৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থে মুরারিগুপ্ত বলিয়াছেন যে, কোন এক মুনিকুমার তুলসীপত্র আহরণ পূর্ব্বক প্রক্ষালন না করিয়া দেওয়ায় পিতা কর্ত্তৃক অভিশপ্ত

উক্তো মুনিসুতঃ প্রাতস্তুলসীপত্রমাহরন্ ॥ ৯৪ ॥
অধৌতমভিশপ্তস্তং পিত্রা যবনতাং গতঃ ।
স এব হরিদাসঃ সন্ জাতঃ পরমভক্তিমান্ ॥ ৯৫ ॥
বৃন্দাবনে যাঃ প্রাগাসন্নণিমাদ্যষ্টসিদ্ধয়ঃ ।
তা এবাষ্টৌ ভক্তরূপা ভূতা গৌড়ে চ তে যথা ॥ ৯৬ ॥
অনন্তশ্চ সুখানন্দো গোবিন্দো রঘুনাথকঃ ।
কৃষ্ণানন্দ কেশবশ্চ শ্রীদামোদররাঘবৌ ॥
পুর্য্যুপাধিক্রমাজ্ জ্ঞেয়া অণিমাদ্যষ্টসিদ্ধয়ঃ ॥ ৯৭ ॥
জায়ন্তেয়াঃ স্থিতা ঊর্দ্ধরেতসঃ সমদর্শিনঃ ।
নব ভাগবতাঃ পূর্ব্বং শ্রীভাগবতসংহিতাঃ ॥ ৯৮ ॥
প্রত্যূচুর্জনকং তেঽদ্য ভূত্বা সন্ন্যাসিনঃ সদা ।
প্রভুনা গৌরহরিণা বিহরন্তি স্ম তে যথা ॥ ৯৯ ॥
শ্রীনৃসিংহানন্দতীর্থঃ শ্রীসত্যানন্দভারতী ।
শ্রীনৃসিংহ-চিদানন্দ-জগন্নাথা হি তীর্থকাঃ ॥ ১০০ ॥
তীর্থাভিধো বাসুদেবঃ শ্রীরামঃ পুরুষোত্তমঃ ।

হইয়া যবনতা প্রাপ্ত হন, তিনি এখন পরম ভক্তিমান্ হরিদাস হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছেন ॥ ৯৪ ॥ ৯৫ ॥

পূর্ব্বকালে বৃন্দাবনে যে অণিমাদি অষ্টসিদ্ধি ছিলেন, তাঁহারাই এখন আটজন ভক্ত হইয়া জন্মিয়াছেন ॥ ৯৬ ॥

সেই আটজনের নাম, যথা—অনন্ত, সুখানন্দ, গোবিন্দ, রঘুনাথ, কৃষ্ণানন্দ, কেশব, দামোদর এবং রাঘব। পুরী আদি উপাধিক্রমে অণিমাদি অষ্টসিদ্ধি জানিতে হইবে অর্থাৎ ইঁহাদের উপাধি পুরী ॥ ৯৭ ॥

নয়জন জয়ন্তী পুত্র ঊর্দ্ধরেতাঃ সমদর্শী এবং ভগবদ্ভক্ত ছিলেন, যাঁহারা পূর্ব্বকালে জনক-ঋষিকে শ্রীভাগবতসংহিতা সকল শ্রবণ করাইয়াছিলেন, তাঁহারাই এক্ষণে সন্ন্যাসগ্রহণ পূর্ব্বক প্রভু গৌরহরির সহিত বিহার করিতেছেন ॥ ৯৮-৯৯ ॥

তাঁহাদিগের নাম, যথা—শ্রীনৃসিংহানন্দতীর্থ, শ্রীসত্যানন্দভারতী, তীর্থোপাধিক শ্রীনৃসিংহ, চিদনন্দ ও জগন্নাথ ॥ ১০০ ॥

গরুড়াখ্যাবধূতশ্চ শ্রীগোপেন্দ্রাখ্য আশ্রমঃ ॥ ১০১ ॥
লোকে যে নিধয়ঃ খ্যাতাঃ পদ্ম-শঙ্খাদয়ো নব।
অত্রৈব নিধিরত্নাখ্য গর্ত্ত জাতাঃ প্রভোঃ প্রিয়াঃ ॥ ১০২ ॥
শ্রীশ্রীনিধিশ্চ শ্রীগর্ত্তঃ কবিরত্নঃ সুটানিধিঃ।
বিদ্যানিধির্গুণনিধী-রত্নবাহুর্দ্বিজাগ্রণীঃ।
শ্রীমানাচার্য্যরত্নশ্চ শ্রীরত্নাকরপণ্ডিতঃ ॥ ১০৩ ॥
নীলাম্বরশ্চক্রবর্ত্তী গৌরস্য ভাবি জন্ম যৎ।
সভাদাং কথয়ামাস তেনাসৌ গর্গ উচ্যতে ॥ ১০৪ ॥
শ্রীশচ্যা জনকত্বেন সুমুখো বল্লবো মতঃ।
পাটলা যা ব্রজে খ্যাতা জ্ঞেয়া তস্য সধর্ম্মিণী ॥ ১০৫ ॥
পুরাণানামর্থবেত্তা শ্রীদেবানন্দপণ্ডিতঃ।
পুরাসীন্নন্দপরিষৎপণ্ডিভো ভাগুরির্মুনিঃ ॥ ১০৬ ॥
কাশীনাথো লোকনার্থঃ শ্রীনাথো রামনাথকঃ।
চত্বারোঽমী জ্ঞানিভক্তাঃ সনকাদ্যা ন সংশয়ঃ ॥ ১০৭ ॥

তীর্থসংজ্ঞক বাসুদেব, শ্রীরাম ও পুরুষোত্তম, গরুড়াখ্য অবধূত এবং শ্রীগোপেন্দ্র নামক আশ্রম ॥ ১০১ ॥

লোকে পদ্মশঙ্খাদি যে নয়টী নিধি খ্যাত আছে, প্রভুর প্রিয়পাত্র তাঁহারাই নিধি, রত্ন এবং গর্ত্ত নামে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন ॥ ১০২ ॥

তাঁহাদিগের নাম শ্রীশ্রীনিধি, শ্রীগর্ত্ত, কবিরত্ন সুধানিধি, বিদ্যানিধি, গুণনিধি, দ্বিজশ্রেষ্ঠ রত্নবাহু, শ্রীমান্ আচার্য্যরত্ন এবং শ্রীরত্নাকরপণ্ডিত ॥ ১০৩ ॥

নীলাম্বরচক্রবর্ত্তী গৌরাঙ্গদেবের ভাবি জন্মবিষয় যখন সভাতে বর্ণনা করিয়াছিলেন, সেই হেতু ইনি গর্গ বলিয়া কথিত হয়েন ॥ ১০৪ ॥

বৃন্দাবনে যিনি যশোদার পিতা সুমুখনামক গোপ, তিনি শ্রীশচীর জনক। ব্রজে যশোদার মাতা যিনি পাটলা নামে খ্যাতা ছিলেন, তিনি তাহার সহধর্ম্মিণী হইয়াছেন ॥ ১০৫ ॥

পুরাণ সকলের অর্থবেত্তা যিনি শ্রীদেবানন্দপণ্ডিত, তিনি পূর্ব্বে নন্দের সভাপণ্ডিত ভাগুরিমুনি ছিলেন ॥ ১০৬ ॥

কাশীনাথ, লোকনাথ, শ্রীনাথ এবং রামনাথ এই চারিজন পূর্ব্বে সনকাদি জ্ঞানিভক্ত ছিলেন, ইহাতে সংশয় নাই ॥ ১০৭

চতুর্ষ্বপ্যেষু শব্দেষু নাথশব্দস্য কীর্ত্তনাৎ।
চতুঃসনদেবাত্র চতুর্নাথ উদীরিতঃ ॥ ১০৮ ॥
বেদব্যাসো য এবাসীদ্দাসো বৃন্দাবনোঽধুনা।
সখা যঃ কুসুমাপীড়ঃ কার্য্যতস্তং সমাবিশৎ ॥ ১০৯ ॥
ভট্টো বল্লভনামাভুচ্ছুকো দ্বৈপায়নাত্মজঃ ॥ ১১০ ॥
আচার্য্যঃ শ্রীজগন্নাথো গঙ্গাদাসঃ প্রভুপ্রিয়ঃ।
আসীন্নিধুবনে প্রাগ্‌ যো দুর্ব্বাসা গোপিকাপ্রিয়ঃ ॥ ১১১ ॥
চন্দ্রশেখর আচার্য্যশ্চন্দ্রো জ্ঞেয়ো বিচক্ষণৈঃ।
শ্রীমানুদ্ধবদাসোঽপি চন্দ্রাবেশাবতারকঃ ॥ ১১২ ॥
অতশ্চৈতন্যহরিণা কথিতোঽয়ং নিশাপতিঃ।
শ্রীমদ্বিশ্বেশ্বরাচার্য্যো যঃ প্রাগাসীদ্দিবাকরঃ ॥ ১১৩ ॥
বিশ্বকর্ম্মা পুরা হোঽভূদত্থ ভাস্করঠক্কুরঃ।
ভিক্ষুকো বনমালী যঃ সুদামাসীদ্দ্বিজঃ পুরা।

এই চারি শব্দে নাথশব্দের কীর্ত্তনহেতু সনকাদিতে চারিটী সনশব্দের ন্যায় এই চারি নামেও নাথশব্দ কথিত হইয়াছে ॥ ১০৮ ॥

যিনি বেদব্যাস ছিলেন, তিনিই এক্ষণে বৃন্দাবনদাস। যিনি কুসুমাপীড় নামক সখা ছিলেন, তিনি এক্ষণে কার্য্যবশতঃ ইঁহাতে প্রবেশ করিয়াছেন ॥ ১০৯ ॥

যিনি দ্বৈপায়নাত্মজ শুকদেব ছিলেন, তিনিই এক্ষণে বল্লভভট্ট নামে খ্যাত হইয়াছেন ॥ ১১০ ॥

শ্রীজগন্নাথ-আচার্য্য এবং প্রভুর প্রিয়পাত্র গঙ্গাদাস, এই দুইজন পূর্ব্বে নিধুবনে গোপিকাপ্রিয় দুর্ব্বাসা ছিলেন ॥ ১১১ ॥

বিজ্ঞগণ চন্দ্রশেখর-আচার্য্যকে চন্দ্র এবং শ্রীমান্ উদ্ধবদাসকেও চন্দ্রাবেশাবতারক বলিয়া জ্ঞাত আছেন ॥ ১১২ ॥

অতএব চৈতন্যহরি কর্ত্তৃক ইনি নিশাপতি বলিয়া কথিত হইয়াছেন। পূর্ব্বে যিনি দিবাকর ছিলেন, তিনি বিশ্বেশ্বরআচার্য্য। ১১৩ ॥

পূর্ব্বে যিনি বিশ্বকর্ম্মা ছিলেন, তিনিই ভাস্করঠক্কুর। পূর্ব্বকালে যে সুদামানামক ব্রাহ্মণ অর্থ প্রাপ্ত হইয়া দুঃখানুভবকরতঃ প্রভুর সঙ্গে ভ্রমণ

ধনং প্রাপ্য প্রভোঃ সঙ্গে দুঃখং মত্বাভ্রমদ্যতঃ ॥ ১১৪ ॥
বৈকুণ্ঠে দ্বারপালৌ যৌ জয়াদ্যবিজয়ান্তকৌ।
তাবাদ্য জাতৌ স্বেচ্ছাতঃ শ্রীজগন্নাথ-মাধবৌ ॥ ১১৫ ॥
পুণ্ডরীকাক্ষ-কুমুদৌ খ্যাতৌ বৈকুণ্ঠমণ্ডলে।
গোবিন্দ-গরুড়াখ্যৌ তৌ জাতৌ গৌড়ে প্রভোঃ প্রিয়ৌ ॥ ১১৬
গরুড়ঃ পণ্ডিতঃ সোহদ্যো গরুড়ো যঃ পুরা দ্রুতঃ।
পুরা যোহক্রুরনামাসীৎ স গোপীনাথাসিংহকঃ।
ইতি কেচিৎ প্রভাষন্তেহক্রূরঃ কেশবভারতী ॥ ১১৭ ॥
পুরী শ্রীপরমানন্দো য আসীদুদ্ধবঃ পুরা।
ইন্দ্রদ্যুম্নো মহারাজো জগন্নাথার্চ্চকঃ পুরা।
জাতঃ প্রতাপরুদ্রঃ সন্ সম ইন্দ্রেণ সোহধুনা ॥ ১১৮ ॥
ভট্টচার্য্যঃ সার্ব্বভৌমঃ পুরাসীদ্গীষ্পতির্বিবি ॥ ১১৯ ॥

করিয়াছিলেন, তিনি এক্ষণে ভিক্ষুক হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহার নাম বনমালী ॥ ১১৪ ॥

বৈকুণ্ঠে জয় ও বিজয় নামে ভগবানের যে দুইজন দ্বারপাল ছিলেন, স্বেচ্ছাপূর্ব্বক সেই দুইজনই এক্ষণে শ্রীজগন্নাথ ও মাধবরূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন ॥ ১১৫ ॥

বৈকুণ্ঠমণ্ডলে যাঁহারা পুণ্ডরীকাক্ষ ও কুমুদ নামে খ্যাত ছিলেন. ভগবানের প্রিয়পাত্র সেই দুইজন গৌড়দেশে গোবিন্দ এবং গরুড় নামে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন ॥ ১১৬ ॥

পূর্ব্বকালে যিনি গরুড় ছিলেন, তিনিই এক্ষণে গরুড়পণ্ডিত। পূর্ব্বে যিনি অক্রূর ছিলেন, তিনিই গোবিন্দনাথসিংহ। কোন কোন মহাত্মা বলিয়া থাকেন, কেশবভারতীই অক্রূর ॥ ১১৭ ॥

পূর্ব্বে যিনি উদ্ধব ছিলেন, তিনিই পরমানন্দপুরী। পূর্ব্বকালে জগন্নাথের পূজক যে মহারাজ ইন্দ্রদ্যুম্ন, তিনিই এক্ষণে ইন্দ্রতুল্য বিভবশালী হইয়া প্রতাপরুদ্র নামে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন ॥ ১১৮ ॥

পূর্ব্বে যিনি দেবলোকে বৃহস্পতি ছিলেন, তিনিই এক্ষণে সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য ॥ ১১৯ ॥

প্রিয়নর্ম্মসখঃ কশ্চিদর্জ্জুনঃ পাণ্ডবোঽর্জ্জুনঃ।
মিলিত্বা সমভূদ্রামানন্দরায়ঃ প্রভোঃ প্রিয়ঃ ॥ ১২০ ॥
অতো রাধাকৃষ্ণভক্তিপ্রেমতত্ত্বাদিকং কৃতী।
রামানন্দো গৌরচন্দ্রং প্রত্যবর্ণয়দন্বহং ॥ ১২১ ॥
ললিতেত্যাহুরেকে যত্তদেকেনানুমন্যতে।
ভবানন্দং প্রতি প্রাহ গৌরো যত্ত্বং পৃথাপতিঃ ॥ ১২২ ॥
গোপ্যঽর্জ্জুনীয়য়া সার্দ্ধমেকীভূয়াপী পাণ্ডবঃ।
অর্জ্জুনো যদ্রায়-রামানন্দ ইত্যাহুরুত্তমা ॥ ১২৩ ॥
অর্জ্জুনীয়াভবত্তুর্ণমর্জ্জুনোঽপি চ পাণ্ডবঃ।
ইতি পাদ্মোত্তরে খণ্ডে ব্যক্তমেব বিরাজতে।
তাস্মাদেতত্ত্রয়ং রমানন্দরায়-মহাশয়ঃ ॥ ১২৪ ॥
ব্রজে ভক্তাঃ সমাসেন কথ্যন্তেঽথ যথামতি ॥ ১২৫ ॥
পুরা শ্রীদামনামাসীদভিরামোঽধুনা মহান্।

ভগবানের প্রিয়নর্ম্মসখা অর্জ্জুন নামক কোন গোপাল এবং পাণ্ডুপুত্র অর্জ্জুন, ইঁহারা উভয়ে মিলিত হইয়া প্রভুর প্রিয়পাত্র রামানন্দরায় নামে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন ॥ ১২০ ॥

এই হেতু কৃতী রামানন্দ প্রতিদিনিই গৌরচন্দ্রের নিকট কৃষ্ণভক্তিপ্রেমতত্ত্বাদি বর্ণনা করিতেন ॥ ১২১ ॥

কোন কোন মহাত্মগণ বলিয়া থাকেন যে, রামানন্দই ললিতা ছিলেন, কিন্তু তাহা অনেকেই স্বীকার করেন না। যে হেতু ভবানন্দের প্রতি শ্রীগৌরচন্দ বলিয়াছেন, তুমি পৃথাপতি পাণ্ডুরাজ ॥ ১২২ ॥

বিজ্ঞগণ বলেন, পাণ্ডুপুত্র অর্জ্জুন, অর্জ্জুনীয়ানাম্নী কোন গোপীর সহিত মিলিত হইয়া রামানন্দনামে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন ॥ ১২৩ ॥

যে হেতু পাদ্মোত্তরখণ্ডে ইহা স্পষ্টই লেখা আছে যে, অর্জ্জুন অর্জ্জুনীয়া হয়েন। সেই হেতু ললিতা অর্জ্জুনীয়া, গোপী ও পাণ্ডব এই তিনজনই রামানন্দরায় মহাশয় নামে কথিত হয়েন ॥ ১২৪ ॥

অনন্তর যথামিতি ব্রজভক্তগণের নাম বলিতেছি ॥ ১২৫ ॥

দ্বাত্রিংশতা জনৈরেব বাহ্যং কাষ্ঠমুবাহ যঃ ॥ ১২৬ ॥
পুরা সুদামনামাসীদদ্য ঠক্কুরসুন্দরঃ ।
বসুদামসখায়শ্চ পণ্ডিতঃ শ্রীধনঞ্জয়ঃ ॥ ১২৭ ॥
সুবলো যঃ প্রিয়শ্রেষ্ঠঃ স গৌরীদাসপণ্ডিতঃ ।
কমলাকরঃ পিপ্পলাইনাম্নাসীদ্যো মহাবলঃ ॥ ১২৮ ॥
সুবাহুর্যো ব্রজে গোপো দত্ত উদ্ধরণাখ্যকঃ ।
মহেশপণ্ডিতঃ শ্রীমান্মহাবাহুর্ব্রজে সখা ॥ ১২৯ ॥
স্তোককৃষ্ণং সখা প্রাগ্ যো দাসঃ শ্রীপুরুষোত্তমঃ ॥ ১৩০ ॥
সদাশিবসুতো নাম্না নাগরঃ পুরুষোত্তমঃ ।
বৈদ্যবংশোদ্ভবো দামা যো বল্লবো ব্রজে ॥ ১৩১ ॥
নাম্নার্জ্জুনঃ সখা প্রাগ্ যো দাসঃ শ্রীপরমেশ্বরঃ ।
কালঃ শ্রীকৃষ্ণদাসঃ স যো লবঙ্গঃ সখা ব্রজে ॥ ১৩২ ॥
খোলাবেচাতয়া খ্যাতঃ পণ্ডিতঃ শ্রীধরো দ্বিজঃ ।
আসীদ্ব্রজে হাস্যকারী যো নাম্না কুসুমাসবঃ ॥ ১৩৩ ॥

পূর্ব্বকালে যিনি মহাত্মা শ্রীদাম নামক গোপাল ছিলেন, তিনি এক্ষণে অভিরাম। তিনি বত্রিশ জনের বহু কাষ্ঠ বহন করিয়াছিলেন ॥ ১২৬ ॥

পূর্ব্বকালে যিনি সুদামনামক গোপাল ছিলেন, তিনি এক্ষণে ঠক্কুরসুন্দর। যিনি বসুদামসখা, তিনি পণ্ডিত শ্রীধনঞ্জয় ॥ ১২৭ ॥

প্রিয়তম সুবল গৌরীদাসপণ্ডিত। যিনি মহাবল নামক ছিলেন, তিনি কমলাকর পিপ্পলায়ি ॥ ১২৮ ॥

ব্রজে যিনি সুবাহু নামক গোপ ছিলেন, তিনি উদ্ধারণদত্ত নামে খ্যাত। ব্রজে যিনি শ্রীমান্ মহাবাহু সখা ছিলেন তিনি মহেশপণ্ডিত ॥ ১২৯ ॥

পূর্ব্বে যিনি স্তোককৃষ্ণ সখা ছিলেন, তিনি পুরুষোত্তমদাস ॥ ১৩০ ॥

ব্রজে যিনি দাম নামক গোপ ছিলেন, তিনি এক্ষণে বৈদ্য বংশোদ্ভব সদাশিবের পুত্র নাগর-পুরুষোত্তম ॥ ১৩১ ॥

যিনি পূর্ব্বে অর্জ্জুননামে সখা ছিলেন, তিনি পুরুষোত্তমদাস। ব্রজে যিনি লবঙ্গসখা ছিলেন, তিনি কালা শ্রীকৃষ্ণদাস ॥ ১৩২ ॥

ব্রজে যিনি হাস্যকারী কুসুমাসব নামা ছিলেন, তিনি এক্ষণে খোলাবেচা-খ্যাতিসম্পন্ন ব্রাহ্মণবংশ-সম্ভূত পণ্ডিত শ্রীধর ॥ ১৩৩ ॥

বলরামসখঃ কশ্চিৎ প্রবলো গোপবালকঃ।
আসীদ্ব্রজে পুরা যোঽদ্য স হলায়ুধঠক্কুরঃ ॥ ১৩৪ ॥
বরূথপঃ সখা নাম্না কৃষ্ণচন্দ্রস্য যো ব্রজে।
আসীৎ স এব গৌরাঙ্গবল্লভো রুদ্রপণ্ডিতঃ ॥ ১৩৫ ॥
গন্ধর্ব্বো যো ব্রজে গোপঃ কুমুদানন্দপণ্ডিতঃ ॥ ১৩৬ ॥
পুরা বৃন্দাবনে চেটৌ স্থিতৌ ভৃঙ্গার-ভঙ্গুরৌ।
শ্রীকাশীশ্বর-গোবিন্দৌ তৌ জাতৌ প্রভুবেবকৌ ॥ ১৩৭ ॥
বৃন্দাবনে স্থিতৌ প্রাগ্ হৌ ভৃত্যৌ রক্তক-পত্রকৌ।
গৌরাঙ্গলেবকাবদ্য হরিদাস বৃহচ্ছিশূ ॥ ১৩৮ ॥
পয়োদ বারিদৌ প্রাগ্ যৌ নীরসংস্কাকারিণৌ।
তাবদ্য ভৃত্যৌ রামায়ির্নান্দায়িশ্চেতি বিশ্রুতৌ ॥ ১৩৯ ॥
ব্রজে স্থিতৌ গায়কৌ যৌ মধু কণ্ঠ-মধুব্রতৌ।
মুকুন্দ-বাসুদেবৌ তৌ দত্তৌ গৌরাঙ্গ-গায়কৌ ॥ ১৪০ ॥
নটশ্চন্দ্রমুখঃ প্রাগ্ যঃ স করো মকরধ্বজঃ ॥ ১৪১ ॥

পূর্ব্বে ব্রজে যিনি বলদেবসখা প্রবলনামক গোপবালক ছিলেন, তিনি এক্ষণে হলায়ুধঠক্কুর ॥ ১৩৪ ॥

ব্রজে যিনি বরূথপ নামে কৃষ্ণচন্দ্রের সখা ছিলেন, তিনিই এক্ষণে গৌরাঙ্গ-বল্লভ রুদ্রপণ্ডিত ॥ ১৩৫ ॥

ব্রজে যিনি গন্ধর্ব্বনামা গোপ, তিনিই কুমুদানন্দপণ্ডিত ॥ ১৩৬ ॥

পূর্ব্বকালে বৃন্দাবনে ভৃঙ্গার ও ভঙ্গুর নামে যে দুইজন ভৃত্য ছিলেন, সেই দুইজন কাশীশ্বর এবং গোবিন্দ নামে প্রভুর সেবকরূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন ॥ ১৩৭ ॥

পূর্ব্বে বৃন্দাবনে যে দুইজন রক্তক ও পত্রক নামে ভৃত্য ছিলেন, তাঁহারাই এক্ষণে গৌরাঙ্গসেবক হরিদাস এবং বৃহচ্ছিশু নামে বিখ্যাত হয়েন ॥ ১৩৮ ॥

পূর্ব্বে যাঁহারা জলসংস্কারকারী পয়োদ ও বারিদ ছিলেন, এক্ষণে সেই দুইজন রামায়ি এবং নন্দায়ি নামে খ্যাত হইয়াছেন ॥ ১৩৯ ॥

ব্রজে যাঁহারা মধুকণ্ঠ ও মধুব্রত নামে গায়ক ছিলেন, এক্ষণে সেই দুইজন এবং বাসুদেবদত্ত নামে গৌরাঙ্গদেবের গায়ক ॥ ১৪০ ॥

পূর্ব্বে যিনি চন্দ্রমুখনট ছিলেন, তিনি মকধ্বজ-কর ॥ ১৪১ ॥

পুরাসীদ্‌যো ব্রজে নাম্না মৃদঙ্গী শ্রীসুধাকরঃ।
স শ্রীশঙ্করঘোষোঽস্থ ডম্ফবাদ্যবিশারদঃ ॥ ১৪২ ॥
আসীদ্ব্রজে চন্দ্রহাসো নর্ত্তকো রসকোবিদঃ।
সোঽয়ং নৃত্যবিনোদী শ্রীজগদীশাখ্য-পণ্ডিতঃ ॥ ১৪৩ ॥
বেণুঞ্চ মুরলীং যোঽধান্নাম্না মালাধরো ব্রজে।
সোঽধুনা বনমাল্যাখ্যঃ পণ্ডিতো গৌরবল্লভঃ ॥ ১৪৪ ॥
বৃন্দাবনে যৌ বিখ্যাতৌ শুকৌ দক্ষবিচক্ষণৌ।
তাবদ্য জাতৌ মজ্জ্যেষ্ঠৌ চৈতন্য-রামদাসকৌ ॥ ১৪৫ ॥
অধুনা বল্লবীবর্গা যে যে ভূতাঃ প্রভুপ্রিয়াঃ।
তে তত্রৈব প্রকাশ্যন্তে যথামতি যথাশ্রুতং ॥ ১৪৬ ॥
শ্রীরাধাপ্রেমরূপা যা পুরা বৃন্দাবনেশ্বরী।
সা শ্রীগদাধরো গৌরবল্লভঃ পণ্ডিতাখ্যকঃ ॥ ১৪৭ ॥
নির্ণীতঃ শ্রীস্বরূপৈর্যো ব্রজলক্ষ্মীতয়া যথা ॥ ১৪৮ ॥
পুরা বৃন্দাবনে লক্ষ্মীঃ শ্যামসুন্দরবল্লভা।

পূর্ব্বকালে ব্রজে যিনি মৃদঙ্গী শ্রীসুধাকর নামে খ্যাত ছিলেন, তিনি এক্ষণে ডম্ফবাদ্যবিশারদ শ্রীশঙ্করঘোষ ॥ ১৪২ ॥

ব্রজে যিনি চন্দ্রহাস নামে খ্যাত রসজ্ঞ নর্ত্তক ছিলেন, তিনিই এক্ষণে নৃত্যবিনোদী শ্রীজগদীশাখ্য-পণ্ডিত ॥ ১৪৩ ॥

ব্রজে যিনি মালাধর নামে বেণু এবং মুরলী ধারণ করিতেন, তিনি এক্ষণে গৌরপ্রিয় বনমালীপণ্ডিত ॥ ১৪৪ ॥

বৃন্দাবনে যাঁহারা দক্ষ ও বিচক্ষণ নামে শুকপক্ষী ছিলেন, এক্ষণে সেই দুইজন চৈতন্য এবং রামদাস নামে আমার জ্যেষ্ঠ সহোদর ॥ ১৪৫ ॥

এক্ষণে প্রভুর প্রেয়সী গোপীবর্গ যাঁহারা যাঁহারা জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, আমার যেমন মতি ও আমি যেমন শ্রবণ করিয়াছি, তাঁহাদিগের তদ্রূপ প্রকাশ করিতেছি ॥ ১৪৬ ॥

পূর্ব্বে যিনি প্রেমরূপা শ্রীরাধা বৃন্দাবনের ঈশ্বরী ছিলেন. তিনিই এক্ষণে গৌরবল্লভ শ্রীগদাধরপণ্ডিত ॥ ১৪৭ ॥

যিনি শ্রীস্বরূপ কর্ত্তৃক ব্রজলক্ষ্মীত্বরূপে নির্ণীত হইয়াছেন ॥ ১৪৮ ॥

সাদ্য গৌরপ্রেমলক্ষ্মীঃ শ্রীগদাধরপণ্ডিতঃ ॥ ১৪৯ ॥
রাধামনুগতা যত্তল্ললিতাপ্যনুরাধিকা ।
অতঃ প্রাবিশদেষা তং, গৌরচন্দ্রোদয়ে যথা ॥ ১৫০ ॥
ইয়মপি ললিতৈব রাধিকালী
ন খলু গদধর এষ ভূসুরেন্দ্রঃ ।
হরিরয়মথ বা স্বয়ৈব শক্ত্যা
ত্রিতয়মভূৎ স সখী চ রাধিকা চ ॥ ১৫১ ॥
ধ্রুবানন্দব্রহ্মচার ললিতেত্যপরে জগুঃ ।
স্বপ্রকাশবিভেদেন সমীচীনং মতন্তু তৎ ॥ ১৫২ ॥
অথবা ভগবান্ গৌরঃ স্বেচ্ছয়াগাত্রিরূপতাং ।
অতঃ শ্রীরাধিকারূপঃ শ্রীগদাধরপণ্ডিতঃ ॥ ১৫৩ ॥
রাধাবিভুতিরূপা যা চন্দ্রকান্তিঃ পুরা স্থিতা ।
সাদ্য গৌরাঙ্গনিকটে দাসবংশ-গদাধরঃ ॥ ১৫৪ ॥
পূর্ণানন্দা ব্রজে যাসীদ্বলদেবপ্রিয়াগ্রণীঃ ।

পূর্ব্বকালে বৃন্দাবনে যিনি শ্যামসুন্দরের প্রিয়তমা লক্ষ্মী ছিলেন, তিনি এক্ষণে গৌরচন্দ্রের প্রেমলক্ষ্মী শ্রীগদাধরপণ্ডিত ॥ ১৪৯ ॥

ললিতা যখন শ্রীরাধার অনুগতা ছিলেন, তখন তিনি অনুরাধা নামে বিখ্যাতা ছিলেন, অতএব শ্রীললিতা গদাধরপণ্ডিতে প্রবেশ করিয়াছেন। এই বিষয় চৈতন্যচন্দ্রোদয়ে তৃতীয় অঙ্কে ৫১ শ্লোকে বর্ণিত হইয়াছে যথা—॥ ১৫০ ॥

আহা! এই ভূসুর শ্রীগদাধর শ্রীরাধার প্রিয়সখা ললিতার ন্যায় প্রতীয়মান হইতেছেন অথবা এই ভগবানই নিজশক্তি দ্বারা স্বয়ং রাধিকা ও ললিতা এই ত্রিবিধরূপে প্রতীত হইতেছেন ॥ ১৫১ ॥

কেহ কেহ বলেন, ধ্রুবানন্দব্রহ্মচারী ললিতা স্বপ্রকাশবিভেদহেতু এই মতই সমীচীন ॥ ১৫২ ॥

অথবা ভগবান্ গৌরচন্দ্র স্বেচ্ছাপূর্ব্বক ত্রিরূপ হইয়াছেন, অতএব শ্রীগদাধরপণ্ডিত শ্রীরাধিকার রূপ ॥ ১৫৩ ॥

পূর্ব্বকালে যিনি শ্রীরাধিকার ভূষণস্বরূপা চন্দ্রকান্তি ছিলেন, তিনি এক্ষণে গৌরাঙ্গের নিকটে দাসবংশ গদাধর ॥ ১৫৪ ॥

সাপি কার্য্যবশাদেব প্রাবিশত্তং গদাধরং ॥ ১৫৫ ॥
পুরা চন্দ্রাবলী যাসীদ্ব্রজে কৃষ্ণপ্রিয়া পরা।
অধুনা গৌড়দেশে সা কবিরাজঃ সদাশিব ॥ ১৫৬ ॥
যস্যা বক্ষসি সুষ্বাপ কৃষ্ণো বৃন্দাবনে পুরা।
সা শ্রীভদ্রাদ্য গৌরাঙ্গপ্রিয়ঃ শঙ্করপণ্ডিতঃ ॥ ১৫৭ ॥
পুরা শ্রীতারকাপাল্যৌ যে স্থিতে ব্রজমণ্ডলে।
তে সাম্প্রতং জগন্নাথ শ্রীগোপালৌ প্রভোঃ প্রিয়ৌ ॥ ১৫৮ ॥
শৈব্যা যাসীদ্ব্রজে চণ্ডী স দামোদরপণ্ডিতঃ।
কুতশ্চিৎ কার্য্যতো দেবী প্রাবশত্তং সরস্বতী ॥ ১৫৯ ॥
কলামশিক্ষয়দ্রাধাং যা বিশাখা ব্রজে পুরা।
সাদ্য স্বরূপগোস্বামী তত্তদ্ভাববিলাসবান্ ॥ ১৬০ ॥
কেশ বন্যাসমকরোদ্রাধাং চিত্রা ব্রজে পুরা।
সেদানীং কবিরাজঃ শ্রীবনমালী প্রভোঃ প্রিয়ঃ ॥ ১৬১ ॥
শ্রীরাধাপ্রাণরূপা যা শ্রীচম্পকলতা ব্রজে।

ব্রজে যিনি বলরামের প্রিয়তমা পূর্ণানন্দা ছিলেন, তিনি কার্য্যবশতঃ গদাধরে প্রবিষ্ট হইয়াছেন ॥ ১৫৫ ॥

পূর্ব্বকালে ব্রজে যিনি শ্রীকৃষ্ণের অতিশয় প্রিয়পাত্রী চন্দ্রাবলী ছিলেন, এক্ষণে গৌড়দেশে তিনি সদাশিব কবিরাজ ॥ ১৫৬ ॥

পূর্ব্বকালে শ্রীকৃষ্ণ যাঁহার বক্ষে শয়ন করিয়া নিদ্রিত হইয়াছিলেন, সেই শ্রীভদ্রা এক্ষণে গৌরাঙ্গপ্রিয় শঙ্করপণ্ডিত ॥ ১৫৭ ॥

পূর্ব্বে ব্রজমণ্ডলে যাঁহারা শ্রীতারকা ও পালীনামে গোপী ছিলেন, সম্প্রতি সেই দুইজন প্রভুর প্রিয় শ্রীজগন্নাথ এবং গোপাল ॥ ১৫৮ ॥

ব্রজে যিনি প্রখরা শৈব্যা ছিলেন, তিনি দামোদর পণ্ডিত কোন কার্য্যবশতঃ সরস্বতীদেবীও তাঁহাতে প্রবিষ্ট হইয়াছেন ॥ ১৫৯ ॥

বিশাখা নাম্নী যিনি পূর্ব্বে ব্রজে শ্রীরাধাকে শিক্ষা প্রদান করিয়াছিলেন, তিনি এক্ষণে তদ্ভাববিলাসী স্বরূপগোস্বামী ॥ ১৬০ ॥

চিত্রানাম্নী যিনি পূর্ব্বে ব্রজে শ্রীরাধার কেশবিন্যাস করিতেন, তিনি এক্ষণে প্রভুর প্রিয় শ্রীবনমালী-কবিরাজ ॥ ১৬১ ॥

সাদ্য রাঘবগোস্বামী গোবর্দ্ধনকৃতস্থিতিঃ।
ভক্তিরত্নপ্রকাশ্যাখ্য গ্রন্থো যেন বিনির্ম্মিতঃ ॥ ১৬২ ॥
তুঙ্গবিদ্যা ব্রজে যাসীৎ সর্ব্বশাস্ত্র বিশারদা।
সা প্রবোধানন্দযতিগৌরোদ্গানসরস্বতী ॥ ১৬৩ ॥
ইন্দুলেখা ব্রজে যাসীচ্ছ্রীরাধায়াঃ সখী পুরা।
কৃষ্ণদাসব্রহ্মচারী কৃতবৃন্দাবনস্থিতিঃ ॥ ১৬৪ ॥
রঙ্গদেবী পুরা যাসীদদ্য ভট্টো গদাধরঃ।
অনন্তাচার্য্যগোস্বামী যা সুদেবী পুরা ব্রজে ॥ ১৬৫ ॥
শ্রীকাশীশ্বরগোস্বামী শশিরেখা পুরা ব্রজে।
ধনিষ্ঠা ভক্ষ্যসামগ্রীং কৃষ্ণায়াদাদ্ব্রজেঽমিতাং।
সৈব সম্প্রতি গৌরাঙ্গপ্রিয়ো রাঘবপণ্ডিতঃ ॥ ১৬৬ ॥
গুণমালা ব্রজে যাসীদ্দময়ন্তী তু তৎস্বসা।
রত্নরেখা কৃষ্ণদাসঃ কৃষ্ণানন্দঃ কলাবতী ॥ ১৬৭ ॥
শৌরসেনী পুরা নারায়ণবাচস্পতিঃ কৃতী।

ব্রজে যিনি শ্রীরাধার প্রাণরূপা শ্রীচম্পকলতা ছিলেন, তিনি এক্ষণে গোবর্দ্ধনে অবস্থানকারী রাঘবগোস্বামী। যিনি ভক্তিরত্নপ্রকাশক গ্রন্থ বিস্তার করিয়াছেন ॥ ১৬২ ॥

ব্রজে যিনি সর্ব্বশাস্ত্রবিশারদ তুঙ্গবিদ্যা ছিলেন, তিনি গৌরোদ্গানসরস্বতী প্রবোধানন্দ যতি ॥ ১৬৩ ॥

পূর্ব্বে যিনি ব্রজে শ্রীরাধার সখী ইন্দুলেখা ছিলেন, তিনি এক্ষণে বৃন্দাবনস্থায়ী কৃষ্ণদাসব্রহ্মচারী ॥ ১৬৪ ॥

পূর্ব্বে যিনি রঙ্গদেবী ছিলেন, তিনি এক্ষণে গদাধর ভট্ট। পূর্ব্বে যিনি ব্রজে সুদেবী ছিলেন, তিনি এক্ষণে অনন্তাচার্য্য-গোস্বামী ॥ ১৬৫ ॥

ব্রজে যিনি শশিরেখা ছিলেন, তিনি এক্ষণে শ্রীকাশীশ্বর-গোস্বামী। যিনি ব্রজে ধনিষ্ঠানাম্নী ছিলেন, তিনি শ্রীকৃষ্ণকে অপরিমিত খাদ্যসামগ্রী প্রদান কয়িয়াছিলেন, সম্প্রতি তিনি গৌরাঙ্গপ্রিয় রাঘব-পণ্ডিত ॥ ১৬৬ ॥

ব্রজে যিনি ছিলেন, তিনি তাঁহার ভগিনী দময়ন্তী, রত্নরেখা কৃষ্ণদাস ও কলাবতী কৃষ্ণানন্দ ॥ ১৬৭ ॥

পীতাম্বরস্তু কাবেরী সুকেশী মকরধ্বজঃ ॥ ১৬৮ ॥
মাধবী মাধবাচার্য্য ইন্দিরা জীবপণ্ডিতঃ ॥ ১৬৯ ॥
ব্রজে যাসীৎ সুমধুরা তুঙ্গবিদ্যা প্রিয়া পুরা
বিদ্যাবাচস্পতির্গৌরপ্রিয়ো ব্রজজনপ্রিয়ঃ ॥ ১৭০ ॥
বলভদ্রাখ্যকো ভট্টাচার্য্যঃ শ্রীমধুরেক্ষণা ।
শ্রীনাথমিশ্রশ্চিত্রাঙ্গী কবিচন্দ্রো মনোহরা ॥ ১৭১ ॥
ব্রজে নান্দীমুখী যাসীৎ সাদ্য সারঙ্গঠক্কুরঃ ।
প্রহ্লাদো মন্যতে কৈশ্চিন্মৎপিত্রা স ন মন্যতে ॥ ১৭২ ॥
কলকণ্ঠীসুণ্ঠ্যৌ যে ব্রজে গান্ধর্ব্বনাটিকে ।
রামানন্দবসুঃ সত্যরাজশ্চাপি যথাযথং ॥ ১৭৩ ॥
ব্রজে কাত্যায়নী যাসীদদ্য শ্রীকান্তসেনকঃ ॥ ১৭৪ ॥
ব্রজাধিকারিণী যাসীদ্বৃন্দাদেবী তু নামতঃ ।
সা শ্রীমুকুন্দদাসোঽদ্য খণ্ডবাসঃ প্রভুপ্রিয়ঃ ॥ ১৭৫ ॥

পূর্ব্বে যিনি শৌরসেনী ছিলেন, তিনি নারায়ণ-বাচস্পতি। কাবেরী পীতাম্বর ও সুকেশী মকরধ্বজ ।। ১৬৮ ।।

মাধবী মাধবাচার্য্য, ইন্দিরা জীবপণ্ডিত হয়েন ।। ১৬৯ ।।

পূর্ব্বে ব্রজে যিনি সুমধুরা নামে তুঙ্গবিদ্যার প্রিয়া ছিলেন, তিনি এক্ষণে বিদ্যাবাচস্পতি গৌরের প্রিয়পাত্র এবং ব্রজজন প্রিয় হইয়াছেন ।। ১৭০ ।।

যিনি শ্রীমধুরেক্ষণা ছিলেন, তিনি বলভদ্র নামক ভট্টাচার্য্য। চিত্রাঙ্গী শ্রীনাথমিশ্র, মনোহরা কবিচন্দ্র ।। ১৭১ ।।

ব্রজে যিনি নান্দীমুখী ছিলেন, তিনি এক্ষণে সারঙ্গঠক্কর। কোন কোন মহাত্মা তাঁহাকে প্রহ্লাদ বলিয়া মানেন, কিন্তু আমার পিতার সে মত নহে ।। ১৭২ ।।

ব্রজে যে দুইজন কলকণ্ঠী ও সুকণ্ঠী নাম্নী গান্ধর্ব্বনাটিকা ছিলেন, সেই দুইজন যথাক্রমে রামানন্দবসু এবং সত্যরাজ হইয়াছেন ।। ১৭৩ ।।

ব্রজে যিনি কাত্যায়নী ছিলেন, তিনি এক্ষণে শ্রীকান্ত সেন ।। ১৭৪ ।।

যিনি বৃন্দাদেবী নামে ব্রজাধিকারিণা ছিলেন, তিনি এক্ষণে প্রভুর প্রিয় খণ্ডবাসী মুকুন্দদাস ।। ১৭৫ ।।

পুরা বৃন্দাবনে বারাদূতী সর্ব্বাশ্চ গোপিকাঃ।
নিনায় কৃষ্ণ নকটং সেদানীং জনকো মম।
ব্রজে বিন্দুমতী যাসীদস্থ সা জননী মম॥ ১৭৬॥
পুরা মধুমতী প্রাণসখী বৃন্দাবনে স্থিতা
অধুনা নরহর্য্যাখ্যঃ সরকার প্রভোঃ প্রিয়ঃ॥ ১৭৭॥
পুরা প্রাণসখী যাসীন্নাম্না রত্নাবলী ব্রজে।
গোপীনাথাখ্যকাচার্য্যো নির্ম্মলত্বেন বিশ্রুতঃ॥ ১৭৮॥
বংশী কৃষ্ণপ্রিয়া যাসীৎ সা বংশীদাসঠক্কুরঃ॥ ১৭৯॥
শ্রীরূপমঞ্জরী খ্যাতা যাসীদ্বৃন্দাবনে পুরা।
সাস্থ রূপাখ্য-গোস্বামী ভূত্বা প্রকটতামিয়াৎ॥ ১৮০॥
যা রূপমঞ্জরীপ্রেষ্ঠা পুরাসীদ্রতিমঞ্জরী।
সোচ্যতে মামভেদেন লবঙ্গমঞ্জরী বুধৈঃ॥ ১৮১॥
সাস্থ গৌরীভিন্নতনুঃ সর্ব্বারাধ্যঃ সনাতন।
তমেব প্রাবিশৎ কার্য্যান্মুনিরত্নঃ সনাতনঃ॥ ১৮২॥

পূর্ব্বকালে বৃন্দাবনে বীরাদূতী, যিনি গোপী সকলকে শ্রীকৃষ্ণ-নিকটে লইয়া গিয়াছিলেন, তিনি এক্ষণে আমার পিতা শিবানন্দসেন। ব্রজে যিনি বিন্দুমতী ছিলেন, এক্ষণে তিনি আমার জননী॥ ১৭৬॥

পূর্ব্বে বৃন্দাবনে যিনি প্রাণসখী মধুমতী ছিলেন, তিনি এক্ষণে প্রভুর প্রিয়পাত্র নরহরিসরকার॥ ১৭৭॥

পূর্ব্বকালে ব্রজে যিনি রত্নাবলীনাম্নী প্রাণসখী ছিলেন, তিনি এক্ষণে বিখ্যাত পুণ্যবান্ গোপীনাথাচার্য্য॥ ১৭৮॥

যিনি কৃষ্ণপ্রিয়া বংশী ছিলেন, তিনি এক্ষণে বংশীদাসঠক্কুর॥ ১৭৯॥

পূর্ব্বকালে ব্রজে যিনি শ্রীরূপমঞ্জরী ছিলেন, তিনি এক্ষণে রূপগোস্বামী নামে প্রকাশ হইয়াছেন॥ ১৮০॥

পূর্ব্বে যিনি রূপমঞ্জরীর প্রিয়তমা রতিমঞ্জরী ছিলেন, পণ্ডিতগণ নামভেদে যাঁহাকে লবঙ্গমঞ্জরী বলিয়া উক্ত করেন॥ ১৮১॥

তিনি এক্ষণে শ্রীগৌরাঙ্গের অভিন্নতনু লইয়া সকলের আরাধ্য সনাতনরূপে বিরাজ করিতেছেন। মুনিরত্ন সনাতনও কার্য্যবশতঃ ইঁহাতেই প্রবিষ্ট হইয়াছেন॥ ১৮২॥

শ্রীমল্লবঙ্গমঞ্জর্য্যাঃ প্রকাশত্বেন বিশ্রুতঃ।
শিবানন্দশ্চক্রবর্ত্তী কৃতবৃন্দাবনস্থিতিঃ ॥ ১৮৩ ॥
অনঙ্গমঞ্জরী যাসীৎ সাদ্য গোপালভট্টকঃ।
ভট্টগোস্বামিনং কেচিদাহুঃ শ্রীগুণমঞ্জরী ॥ ১৮৪ ॥
রঘুনাথাখ্যকো ভট্টঃ পুরা যা রাগমঞ্জরী।
কৃতশ্রীরাধিকাকুণ্ড-কুটীরবসতিঃ সতু ॥ ১৮৫ ॥
দাসশ্রীরঘুনাথস্য পূর্ব্বাখ্যা রসমঞ্জরী।
অমুং কেচিৎ প্রভাষন্তে শ্রীমতীং রতিমঞ্জরীং।
ভানুমত্যাখ্যয়া কেচিদাহুস্তং নামভেদতঃ ॥ ১৮৬ ॥
ভূগর্ব্ভঠক্কুরস্যাসীৎ পূর্ব্বাখ্যা প্রেমমঞ্জরী।
লোকনাথাখ্য-গোস্বামী শ্রীলীলামঞ্জরী পুরা ॥ ১৮৭ ॥
কলাবতী রসোল্লাসা গুণতুঙ্গা ব্রজে স্থিতা।
শ্রীবিশাখাকৃতং গীতং গায়ন্তি স্মাদ্য তা মতাঃ।
গোবিন্দ-মাধবানন্দ-বাসুদেবা যথাক্রমং ॥ ১৮৮ ॥
রাগলেখা কলাকেল্যৌ রাধাদাস্যৌ পুরা স্থিতে।

Acc. No. 408
Coll No. 29657 Ks
Date 19.5.92
B. G. M.

যিনি শ্রীমল্লবঙ্গমঞ্জরীর প্রকাশত্বরূপে বিশ্রুত, যিনি শ্রীবৃন্দাবনে অবস্থিতি করিতেছেন, তাঁহার নাম শিবানন্দ-চক্রবর্ত্তী ॥ ১৮৩ ॥

যিনি অনঙ্গমঞ্জরী ছিলেন, তিনি এক্ষণে গোপালভট্ট এবং কেহ কেহ ভট্টগোস্বামিকে শ্রীগুণমঞ্জরী বলেন ॥ ১৮৪ ॥

পূর্ব্বে যিনি রাগমঞ্জরী ছিলেন, তিনি রঘুনাথভট্ট নামে শ্রীরাধিকার কুণ্ডসমীপস্থ কুটীরে বাস করেন, শ্রীরঘুনাথদাসের পূর্ব্বনাম রসমঞ্জরী। কেহ কেহ ইঁহাকে শ্রীমতী রতিমঞ্জরী বলিয়া থাকেন, নামভেদে কেহ কেহ তাঁহাকে ভানুমতী বলিয়াও ব্যাখ্যা করেন ॥ ১৮৫ ॥ ১৮৬ ॥

ভূগর্ব্ভঠক্কুরের পূর্ব্বনাম প্রেমমঞ্জরী ছিল। পূর্ব্বে যিনি শ্রীলীলামঞ্জরী ছিলেন, এক্ষণে তিনি শ্রীলোকনাথ নামক গোস্বামী ॥ ১৮৭ ॥

কলাবতী, রসোল্লাসা ও গুণতুঙ্গা নাম্নী যাঁহারা ব্রজে অবস্থানপূর্ব্বক বিশাখা-রচিত গীত গান করিতেন, এক্ষণে তাঁহারা যথাক্রমে গোবিন্দ, মাধবানন্দ এবং বাসুদেব নামে বিখ্যাত হইয়াছেন ॥ ১৮৮ ॥

তে জ্ঞেয়ে শিখিমাহাতী তৎস্বসা মাধবী ক্রমাৎ ॥ ১৮৯ ॥
পুলিন্দতনয়া মল্লী কালিদাসোঽধুনাভবৎ ॥ ১৯০ ॥
শুক্লাম্বরো ব্রহ্মচারী পুরাসীদযজ্ঞপত্নিকা ।
প্রার্থয়িত্বা যদন্নং শ্রীগৌরাঙ্গো ভুক্তবান্ প্রভুঃ ।
কেচিদাহুর্ব্রহ্মচারী যাজ্ঞিকব্রাহ্মণঃ পুরা ॥ ১৯১ ॥
অপরে যজ্ঞপত্ন্যৌ শ্রীজগদীশ-হিরণ্যকৌ ।
একাদশ্যাং যয়োরন্নং প্রার্থয়িত্বাঽঘসৎ প্রভুঃ ॥ ১৯২ ॥
মথুরায়াং পুরা যাসীৎ সৈরিন্ধ্রী কৃষ্ণবল্লভা ।
সাদ্য নীলাচলাবাসঃ কাশীমিশ্রঃ প্রভোঃ প্রিয়ঃ ॥ ১৯৩ ॥
মালতী চন্দ্রলতিকা মঞ্জুমেধা বরাঙ্গদা ।
রত্নাবলী চ কমলা গুণচূড়া সুকেশিনী ॥ ১৯৪ ॥
কর্পূরমঞ্জরী শ্যামমঞ্জরী শ্বেতমঞ্জরী ।

রাগলেখা ও কলাকেলী নাম্নী যে দুইজন পূর্ব্বে শ্রীরাধার দাসী ছিলেন, সেই দুই জন যথাক্রমে শিখিমাহাতী এবং তাঁহার ভগিনী মাধবী বলিয়া জানিবে ॥ ১৮৯ ॥

যিনি পুলিন্দতনয়া মল্লী ছিলেন, তিনি এক্ষণে কালিদাস হইয়াছেন ॥ ১৯০ ॥

পূর্ব্বে যিনি যজ্ঞপত্নী ছিলেন, তিনি শুক্লাম্বর-ব্রহ্মচারী, শ্রীগৌরাঙ্গপ্রভু যাঁহার নিকট অন্ন প্রার্থনা করিয়া ভোজন করিয়াছিলেন। কেহ কেহ বলেন, ইনি পূর্ব্বে যাজ্ঞিকব্রাহ্মণ ছিলেন ॥ ১৯১ ॥

অপর যজ্ঞপত্নীদ্বয় শ্রীজগদীশ ও হিরণ্যক নাম ধারণ করিয়াছেন, মহাপ্রভু একাদশীর দিনে যে দুইজনের নিকট অন্ন যাচ্ঞা করিয়া ভোজন করিয়াছিলেন ॥ ১৯২ ॥

মথুরায় যিনি শ্রীকৃষ্ণপ্রিয়া সৈরিন্ধ্রী ছিলেন, তিনি এক্ষণে প্রভুর প্রিয়পাত্র নীলাচলবাসী কাশীমিশ্র ॥ ১৯৩ ॥

মালতী, চন্দ্রলতিকা, মঞ্জুমেধা, বরাঙ্গদা, রত্নাবলী, কমলা, গুণচূড়া, সুকেশিনী ॥ ১৯৪ ॥

বিলাসমঞ্জরী কামলেখা চ মৌনমঞ্জরী ॥ ১৯৫ ॥
গন্ধোন্মাদা রসোন্মদা চন্দ্রিকা কলভাষিণী ।
গোপালী হরিণী কালী কালাক্ষী নিত্যমঞ্জরী ॥ ১৯৬ ॥
কলকণ্ঠী কুরঙ্গাক্ষী চন্দ্রিকা চন্দ্রশেখরা ।
যা যাঃ স্বযোগ্যসেবায়াং নিযুক্তাঃ সন্তি রাধয়া ॥ ১৯৭ ॥
গৌরেণ তৎপ্রিয়ৈঃ সার্দ্ধং ধৃতপূরুষবিগ্রহাঃ ।
খেলন্তি স্ম স্বভাবানুসারাত্তাঃ ক্রমশো যথা ॥ ১৯৮ ॥
শুভানন্দো দ্বিজো ব্রহ্মচারী শ্রীধরনামকঃ ।
পরমানন্দগুপ্তো যৎকৃতা কৃষ্ণস্তবাবলী ॥ ১৯৯ ॥
রঘুনাথো দ্বিজঃ কশ্চিদ্গৌরাঙ্গানন্যসেবকঃ ।
কংসারিসেনঃ সেনঃ শ্রীগজন্নাথো মহাশয়ঃ ॥ ২০০ ॥
সুবুদ্ধিমিশ্রঃ শ্রীহর্ষো রঘুমিশ্রো দ্বিজোত্তমঃ ॥ ২০১ ॥
রিপবঃ ষট্ কামমুখ্যা জিতা যেন বশীকৃতাঃ ।
যথার্থনামা গৌরেণ জিতামিত্রঃ স নির্ম্মিতঃ ॥ ২০২ ॥

কর্পূরমঞ্জরী, শ্যামমঞ্জরী, শ্বেতমঞ্জরী, বিলাসমঞ্জরী, কামলেখা, মৌনমঞ্জরী ॥ ১৯৫ ॥

গন্ধোন্মাদা, রসোন্মাদা, চন্দ্রিকা. কলভাষিণী, গোপালী, হরিণী, কালী, কালাক্ষী, নিত্যমঞ্জরী ॥ ১৯৬ ॥

কলকণ্ঠী, কুরঙ্গাক্ষী, চন্দ্রিকা ও চন্দ্রশেখরা। এই সকল গোপীগণ যাঁহারা শ্রীরাধাকর্ত্তৃক যথাযোগ্য সেবাতে নিযুক্তা ছিলেন ॥ ১৯৭ ॥

তাঁহারা সকল পুরুষদেহ ধারণ করিয়া স্বভাবানুসারে গৌরাঙ্গের সহিত ক্রীড়া করিয়াছিলেন. যথাক্রমে তাঁহাদের নাম ॥ ১৯৮ ॥

শুভানন্দদ্বিজ, শ্রীধরনামক ব্রহ্মচারী, পরমানন্দগুপ্ত, যিনি শ্রীকৃষ্ণের স্তবাবলী রচনা করিয়াছেন ॥ ১৯৯ ॥

গৌরাঙ্গের একান্ত সেবক রঘুনাথ নামে কোন ব্রাহ্মণ, কংসারিসেন ও শ্রীজগন্নাথসেন মহাশয় ॥ ২০০ ॥

সুবুদ্ধিমিশ্র, শ্রীহর্ষ, দ্বিজশ্রেষ্ঠ রঘুমিশ্র ॥ ২০১ ॥

যিনি কামাদি ছয় রিপুকে বশীভূত করিয়াছিলেন, গৌরাঙ্গ দেব তাঁহার যথাযোগ্য জিতামিত্র নাম রাখিয়াছেন ॥ ২০২ ॥

নির্ম্মিতা পুস্তিকা যেন কৃষ্ণপ্রেমতরঙ্গিণী।
শ্রীমদ্ভাগবতাচার্য্যো গৌরাঙ্গাত্যন্তবল্লভঃ।
সুশীলঃ পণ্ডিতঃ শ্রীমান্ জীবঃ শ্রীবল্লভাত্মজঃ ॥ ২০৩ ॥
বাণীনাথদ্বিজশ্চম্পহট্টবাসী প্রভোঃ প্রিয়ঃ ॥ ২০৪ ॥
ঈশানাচার্য্যকমলৌ লক্ষ্মীনাথাখ্য-পণ্ডিতঃ।
গঙ্গামন্ত্রী জগন্নাথো মামুপাধির্দ্বিজোত্তমঃ ॥ ২০৫ ॥
শ্রীকণ্ঠাভরণোপাধিরনন্তশ্চট্টবংশজঃ।
হস্তিগোপালনামা চ রঙ্গবাসী চ বল্লভঃ ॥ ২০৬ ॥
হর্য্যাচার্য্যো গৌরসঙ্গী মিশ্রঃ শ্রীনয়নস্তথা।
কবিদত্তো রামদাসশ্চিরঞ্জীব সুলোচনৌ ॥ ২০৭ ॥
কেচিন্মহান্তঃ কেচিৎসুর্মহান্তশ্চোপপূর্ব্বকাঃ।
উভয়েষাং গুণাস্তুল্যাস্তেনামী গণিতা ময়া ॥ ২০৮ ॥
খণ্ডবাসৌ নরহরেঃ সাহচর্য্যান্মহত্তরৌ।
গৌরাঙ্গৈকান্তশরণৌ চিরঞ্জীব-সুলোচনৌ ॥ ২০৯ ॥

যিনি কৃষ্ণপ্রেমতরঙ্গিণী নামে পুস্তক রচনা করিয়াছেন, তিনি গৌরাঙ্গের অত্যন্ত বল্লভ শ্রীমদ্ভাগবতাচার্য্য। সচ্চরিত্র পণ্ডিত শ্রীবল্লভাত্মজ শ্রীমান্ জীব ॥ ২০৩ ॥

প্রভুর প্রিয় চম্পহট্টবাসী বাণীনাথ দ্বিজ ॥ ২০৪ ॥

ঈশানাচার্য্য, কমল, লক্ষ্মীনাথাখ্য-পণ্ডিত। গঙ্গামন্ত্রী মামুপাধি দ্বিজোত্তম জগন্নাথ ॥ ২০৫ ॥

চট্টবংশজাত শ্রীকণ্ঠভরণোপাধি অনন্ত। হস্তিগোপাল নামা রঙ্গবাসী বল্লভ ॥ ২০৬ ॥

হরি-আচার্য্য তথ্য গৌরাঙ্গসঙ্গী শ্রীনয়নমিশ্র, কবিদত্ত, রামদাস, চিরঞ্জীব ও সুলোচন ॥ ২০৭ ॥

ইঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ মহান্ত ও কেহ কেহ উপমহান্ত ছিলেন। উভয়ের তুল্যগুণাহেতু পৃথকরূপে গণনা করিলাম না ॥ ২০৮ ॥

খণ্ডবাসী নরহরির সাহর্য্যহেতু চিরঞ্জীব ও সুলোচন এই দুইজন অতি মহত্তর, এই দুইজন শ্রীগৌরাঙ্গের একান্ত আশ্রিত ॥ ২০৯ ॥

গুরোর্নামানি ন গৃহ্ণীয়াদিতি শাস্ত্রানুসারতঃ।
শ্রীশ্রীনাথস্য পূর্ব্বাখ্যা ময়া ন প্রকটীকৃতা ॥ ২১০ ॥
ব্যাচকার পারিপাট্ট্যাদেষা ভাগবত-সংহিতাং।
কুমারহট্টে যৎকীর্ত্তি কৃষ্ণদেবো বিরাজতে ॥ ২১১ ॥
যে যে মহান্তঃ ক্রমভঙ্গভূতা-
স্তে মেঽপরাধং কৃপয়া ক্ষমন্তং।
গুণান্ বিনির্ণীয় সতাং সমস্তান্
ব্রহ্মেশশেষাঃ কথিতুং ন শক্তাঃ ॥ ২১২ ॥
মীমাংসকেভ্যঃ শঠতার্কিকেভ্যো
বিশেষতো হেতুরতেভ্য এষঃ।
গোপ্যঃ প্রযত্নাদ্রসশাস্ত্রবিদ্ভ্যো
দেয়ঃ সদা গৌরপদাশ্রয়েভ্যঃ ॥ ২১৩ ॥
শ্রীগৌরাঙ্গগণোদ্দেশদীপিকা রচিতা ময়া।
দীপ্যতাং পরমানন্দসন্দোহভক্তবেশ্মনি ॥ ২১৪ ॥
শাকে বসুগ্রহমিতে মন্তুনৈব যুক্তে

শাস্ত্রানুসারে আদিতেই গুরুর নাম উল্লেখ করিবে না এই হেতু আমি শ্রীশ্রীনাথের পূর্ব্বনাম প্রকাশ করি নাই ॥ ২১০ ॥

যিনি পরিপাটীর সহিত ভাগবত-সংহিতা ব্যাখ্যা করিয়াছেন, কুমারহট্টে যাঁহার কীর্ত্তি কৃষ্ণদেববিগ্রহরূপে বিরাজমান রহিয়াছিলেন ॥ ২১১ ॥

যে যে মহান্ত সকলের ক্রমভঙ্গ হইয়াছে, তাঁহার কৃপাপূর্ব্বক আমার অপরাধ ক্ষপা করুন। যেহেতু ব্রহ্মা, ঈশ ও শেষ ইঁহারাও সাধুদিগের গুণাবলী বর্ণনা করিতে সমর্থ হয়েন না ॥ ২১২ ॥

মীমাংসক, শঠ ও তার্কিক, বিশেষতঃ যুক্ত্যনুসন্ধায়ী, যত্নসহকারে ইহাদের নিকট ইহা গোপন করিবে, সর্ব্বদা গৌরাঙ্গ পদাশ্রিত শাস্ত্রজ্ঞ ব্যক্তিকে প্রদান করিবে ॥ ২১৩ ॥

আমা কর্ত্তৃক রচিত এই গৌরাঙ্গগণোদ্দেশদীপিকা যে সকল ভক্ত পরমানন্দ মগ্ন তাঁহাদের গৃহে দেদীপ্যমান হউক ॥ ২১৪ ॥

গ্রন্থোঽয়মাবিরভবৎ কতমস্য ঘস্রাৎ।
চৈতন্যচন্দ্রচরিতামৃতমগ্নাচিত্তৈঃ
শোধ্যঃ সমাকলিতগৌরগণাখ্য এষঃ ॥ ২১৫ ॥

॥ * ॥ ইতি শ্রীপুরীদাসপরমানন্দদাসাপরনামধেয় কবিকর্ণপূর-বিরচিতা শ্রীগৌরগণোদ্দেশদীপিকা সমাপ্তা ॥ * ॥

১৪৯৮ শাকে কোন এক দিনে আমি এই গ্রন্থ রচনা করিলাম। চৈতন্যচন্দ্রচরিতামৃত-নিমগ্নচিত্ত বিজ্ঞগণ আমার রচিত এই গৌরগণাখ্য গ্রন্থ নিজগুণে সংশোধন করিবেন ॥ ২১৫ ॥

॥ * ॥ ইতি ৺রামনারায়ণবিদ্যারত্নকৃতানুবাদযুক্ত শ্রীকবিকর্ণপূর বিরচিত শ্রীগৌরগণোদ্দেশদীপিকা সম্পূর্ণ। ॥ * ॥

এই কর্ণপূরের নামান্তর পুরীদাস ও পরমানন্দদাস।